ইউনিট - ৫

সুফীবাদ
(SUFISL)

পরম সত্তাকে জানার আকাঙ্ক্ষামানুষেরচিরন্তন প্রত্যাশা। এই জানার প্রচেষ্টাকে সুফীবাদ বলে। সুফী অন্তরের বিশুদ্ধির মাধ্যমে বাহ্য ও অন্তর জীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধন করে। পরম সত্তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চিরন্তন শান্তি লাভই সুফীবাদের শিক্ষা। মুসলিমদর্শনেরইতিহাসেসুফীবাদের শুরু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে এবংসাথে তাঁর সাহাবাদের মধ্যেও সুফী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা ছিল পূত চরিত্র ও উজ্জ্বল আদর্শের অধিকারী। মসজিদ-ই-নববীতে তাঁরা অধিকাংশ সময়েআল্লাহর যিকির-ফিকির ও মোরাকাবা-মোশাহেদায় মগ্ন থাকতেন। তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফ্‌ফা' বলা হত। মতভেদ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই মনে করেন যে, সুফী শব্দটি এই 'আসহাবে সুফ্‌ফা' থেকে এসেছে।

পবিত্রকোরআন ও হাদীসের কতিপয় বিধি, নিয়ম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্য দিয়ে সুফী তাঁর সাধনা শুরু করেন। এই সাধনার মূল লক্ষ্য হলোআল্লাহ প্রেম। সাধনার দ্বারা প্রেমের মাধ্যমে একমাত্রআল্লাহকে পাওয়াই সুফী সাধনার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুফী সাধককে সুফী পথ অনুসরণ করে চলতে হয়। সুফী পথ পরিক্রমায় মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ রয়েছে। ধাপগুলো হলো ঃ শরীয়ত, তরীকত, মারেফাত ও হাকীকত। কোরআন ও হাদীসসম্মতইসলামের দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠানই হলোশরীয়ত। শরীয়ত মেনে চলার মধ্য দিয়ে সুফী তাঁর সাধনা শুরু করেন। এই স্তরে সাধারণমুসলমান এবং সুফী'র মধ্যেকোনপার্থক্যথাকে না। দ্বিতীয় স্তরহলোতরীকত। এই স্তরেসুফী বিশেষ নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ এবং আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত হতে চান। এর জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন আত্মার। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ)-এর আখ্‌লাক নিজের মধ্যে লাভ করার জন্য একজনআধ্যাত্মিক শিক্ষক পীরের প্রয়োজন হয়। এই পীরের আদেশ-নিষেধ কঠোরভাবে পালন করাই তরীকতপর্যায়ের কাজ।

এর পরে আসে মারেফাত বা আধ্যাত্মিকজগতের প্রথম ধাপ। এই পর্যায়ে সে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হয়। ভাব ও তন্ময়তার মাধ্যমে তার মধ্যে এক অনির্বচনীয় ও অভূতপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এরপর আসে হাকীকতযা এই সাধনার সর্বশেষ স্তর। এই স্তরেসুফী তার পরম পাওয়া আল্লাহর উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়। এখানেসুফী 'ফানাফিল্লাহর' মাধ্যমে 'বাক্বাবিল্লাহে' উপনীত হয়। এই পথ পরিক্রমা ছাড়াওসুফী মূলনীতিসম হও সাধরের মেনে চলতে হয়। এগুলো হলো ঃ অনুতাপ, নির্ভরতা, পরিবর্তন, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, পবিত্রতা, বৈরাগ্য, আত্মতুষ্টি, ধ্যান, যিকর প্রভৃতি।

এই ইউনিটে মোট সাতটি পাঠ রয়েছে

- ঐতিহাসিক জরিপ
  (Historical Survey)
- সুফীবাদের অর্থ ও সংজ্ঞা
  (Meaning and Definition of Sufisখ)
- সুফী পথ
  (Sufi Path)
- সুফীমূলনীতি
  (Sufi Doctrine)
- ফানা ও বাক্বা
  (Fana and Baqa)
- সুফীবাদেরউৎস
  (Sources of Sufisখ)
- সুফীবাদ ও মরমীবাদ
  (Sufism and Mysticisখ)

পাঠ - ১

ঐতিহাসিক জরিপ
(Historical Survey)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুফীবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভকরতেপারবেন।
- সুফীবাদের ঐতিহাসিক জরিপের আলোচনাসম্পর্কেব্যাখ্যাকরতেপারবেন।

ভূমিকা

সুফীবাদইসলামের বাতেনী দিকের ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক আচার-অনুষ্ঠান উভয়ই সুফীবাদে লক্ষ্য করা যায়। সুফীবাদের মূলমন্ত্র কোরআন ও হাদীস থেকে উৎসারিত। আল্লাহ ও মানুষের তথা সুফী সাধরের মিলনের একমাত্র উপায় হলোসুফী সাধনা। আল্লাহ প্রেমের মধ্য দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জন কেবলমাত্র সম্ভব। কঠোর ধ্যান ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রেম হাসিল করতে হয়। আল্লাহকে সুফী চাক্ষুষ দেখেন না, স্বজ্ঞার মাধ্যমে অনুভব করেন। সুতরাং আল্লাহর জ্ঞান সম্ভব কেবলমাত্র স্বজ্ঞার মাধ্যমে। নিজের অন্তরের খারাপ ও পাপ উদ্রেকরারী সমস্ত নাফ্সকে বিসর্জন দিয়ে বা ধ্বংস করে রুহেরপবিত্রতা সাধন এই পথের অন্যতম আদর্শ। জামী অনুসারে, কুফার আবু হাসিম প্রথম সুফীবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ক্রমবিকাশের এক পর্যায়ে হুজ্জাতুল ইসলামইমাম গাযালী তাঁর পান্ডিত্য দিয়ে সুফীবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সাধারণমুসলমানদের কাছে সুফীবাদকে জনপ্রিয় করে তুলতে সমর্থ হন।

১. সুফীবাদসম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

সুফীবাদ বা তাসাওউফ হলোমুসলিমদর্শনের অন্যতম একডট গোষ্ঠীর চিন্তার ফসল। সুফীরা মানুষের জ্ঞান স্বজ্ঞার সাহায্যে প্রাপ্ত হয় বলে মনে করেন। সুফীদের মধ্যেবিভিন্ন বিষয়ে মতের অমিল লক্ষ্য করা গেলেও মৌলিক বিষয়ে তাঁদের মধ্যেপার্থক্য নেই। কঠোর তপস্যা এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুফীদের অগ্রসর হতে হয়।

সুফীবাদ অনুসারে আল্লাহ এবং মানুষেরসরাসরিযোগাযোগ স্থাপন সম্ভব একমাত্র এই তত্ত্বের মাধ্যমে। সেজন্য একজনসুফীআল্লাহ প্রেমের ওপরসবচেয়ে বেশী জোর দেন এবং এটাকে সবার ঊর্ধ্বে জ্ঞান করেন। তাঁরা জাগতিক বিষয়াবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা আত্মকেন্দ্রিক এবং জাগতিক সম্ভোগ থেকে নিজেদের বিরত রাখেন।

সুফীবাদহলোআল্লাহ প্রেমের দর্শনতথাআল্লাহরসাথেসাধক প্রেমের মিলন প্রচেষ্টা।আল্লাহর নৈকট্য প্রার্থনা ও লাভ উভয়ই সুফীর ঐকান্তিক লক্ষ্য। কঠোর তপস্যার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বা আত্মাকে বিশ্ব স্রষ্টার মধ্যে বিলীন করে দেওয়াও তাঁদের লক্ষ্য।

সুফীবাদ ইসলামের মতই পুরাতন একডটমতবাদ যা ইসলামের মধ্য থেকেই উৎসারিত। প্রথমত এই মতবাদ তপস্যা এবং মনোযোগ নির্ভরশীল হয়। ধীরে ধীরে তা বিভিন্ন রকমের মতবাদে উপনীত হয়। ঐতিহাসিকভাবে এটা বলাযায় যে, হিজরী দ্বিতীয় শতকে সুফীবাদের উৎপত্তি ঘটে এবং হিজরী নবম শতকে এই মতবাদ পূর্ণ শোভিত হয়।

সুফী মতবাদ ইসলামের বাতেনী (গূঢ়) দিকের ওপর জোর দেয়। মুসলিম দর্শনে উদ্ভূত অন্যান্যচিন্তাগোষ্ঠীর ন্যায় সুফীবাদও কোরআন ও হাদীস থেকে ম লতউৎসারিত। মানুষসৃষ্টির রহস্য এককথায় বলাযায়, আমরাআল্লাহরসৃষ্টির মাধ্যমে দুনিয়ায় এসেছি; আবারমৃত্যুর মধ্য দিয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যাব। সেজন্য কোরআনের পথ অনুসরণ করে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে সুফীরাআল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। এই নৈকট্য লাভ হলো নিজেকে আল্লাহর শক্তিতে রূপান্তরিত করা। সুতরাং

বেদান্ত দর্শনের 'মায়াবাদ' ও বৌদ্ধদের 'শূন্যতাবাদ' হতে স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিকচিন্তার ফসল হলে সুফীবাদ।

মানুষের অন্তর রুহ ও নাফ্স-এর সমন্বয়ে গঠিত। রুহের আকর্ষণ থাকেআল্লাহর ইবাদতের দিকে। সেদিক থেকে মানুষ দ'টি বিরোধী শক্তির আধারণসুফীবাদ নাফ্সের বিরুদ্ধে আত্মিক উন্নতি তথা রুহের ক্রমবিবর্তনেরই ফসল। নাফ্সকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায় ঃ নাফ্সে আম্মারা, নাফ্সে রাহ্মানিয়া, নাফ্সে মুলহিমা এবং নাফ্স মুতমায়েন্না। চতুর্থ স্তরে এসে নাফ্স এবং রুহের মধ্যে আদতে কোনপার্থক্যথাকে না।

কোরআনেবলাহয়েছে :
'হে পরিতুষ্ট আত্মা, তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবেশ কর এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।' (৮৯ঃ ২৭-৩০)

এই স্তরেসুফী ফানাফিল□াহ বা বিনাশন পর্যায়ে অবস্থান করেন। এই স্তরে উন্নীত হলেই সে চিরন্তন বা বাক্বাবিল্লাহ পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই অবস্থাই হলোসুফীমতবাদের শেষ এবং পরিণত পর্যায়।

২. সুফীবাদের ঐতিহাসিক জরিপ
জামী অনুসারে, কুফার এক আরবীয় আবু হাসিম প্রথম সুফীবাদের গোড়াপত্তন করেন। তিনিরাসূল (সাঃ)-এর সাধারণজীবন-যাপন পদ্ধতি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অনুসরণ করতেন। পরকালের শাস্তি , পার্থিব জীবনের অস্থায়িত্ব এবং শেষ বিচারের অবস্থা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে অনেকে হাসান আল-বসরীকে ইসলামের প্রথম সুফীহিসেবে গণ্য করতে চান। আবার অনেকে জাবির বিন হায়য়ানকে প্রথম সুফী বলে মনে করেন। মতভেদ যাই থাকুক না কেন হিজরী দ্বিতীয় শতকে সুফী শব্দটি সাধারণ্যে বিস্তার লাভ করেন। ঐসময়েকিছুমুসলিমকোরআনে নির্দেশিত জীবনের অস্থায়িত্ব এবং পরকালের ভয়ংকর অবস্থার কথা ভেবে আল্লাহর গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। এই সময়কার কিছু ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি ছিলেন ঃ ইব্রাহিম বিন আদহাম, রাবেয়া বসরী, দাউদ আতাতায়ী, ফাজিল ইবনে ইয়াজ, মারুফ কারখী প্রমুখ। এরা সবাই সুফী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

অবশ্য 'সুফী' কথাটি এই সময়ের পূর্বে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল না। তবে ইসলামেরমধ্যেসুফীবাদের যে চর্চা হত, সেটা ঠিক। কারণসুফী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অনেক লোকজন তখনছিল। হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবাগণ এবং তাবেয়ীনরা কাজ-কর্মে এবং মনে-প্রাণে আল্লাহতে নিজেদেরউৎসর্গীকৃত ছিলেন। সুতরাং রাসূল (সাঃ)সহ তাঁরা অন্য নামে পরিচিত হলেও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে তাঁরা সুফীছিলেন। অধ্যাপক হাই বলেন, "The fact is that the earlier Sufis were not called by the nতখন Sufi, as the nতখনs 'companions' and 'followers' were considered to be of much more distinction"।

আমরা এই সমস্ত প্রথম দিকের সুফী সাধকদের মধ্যে কৃচ্ছতা ও পরহেজগারীর এক অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাই। আস্তে আস্তে এই অবস্থা সুফী মতবাদে পরিণতি লাভ করে। সুফীবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে যার অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন জুন-নুন মিস্রী। অবশ্য তাঁর আগে মারুফ কারখী সুফীবাদ 'ঐশী সত্তার উপলব্ধি' হিসেবে সুফীবাদের সংজ্ঞা দেন। তবে সুফীবাদ হিসেবে স্থায়ী রূপ প্রদানের ব্যাপারে জুন-নুন মিস্রী দায়ী। তিনি তন্ময়তা (হাখ) এবং স্তর (মাকাম)-এর বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, আল্লাহকে সম্যকরূপে বুঝতে বা অনুভব করতে হাল এবং মাকাম একমাত্র উপায়। মিস্রী এ সংক্রান্ত মতবাদ প্রদান করেন। পরে মিস্রীর মতবাদ জুনায়েদ বোগদাদী লিপিবদ্ধ এবং সুসংহত করেন। জুনায়েদ বোগদাদীর শিষ্য আশ-শিবলী এই মতের আরও পরিবর্ধন করে স্থায়ী রূপ প্রদান করেন। তবে সুফীদের মধ্যে সাধারণত সর্বখোদাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কিংবা এই সমস্ত সুফীসাধক আল্লাহরসঙ্গে আত্মার মিলনের ওপর জোর দিলেও সর্বখোদাবাদী ছিলেন না।

কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে বায়জীদ আল-বোস্তামী, মনসুর হাল্লাজ সুফীবাদের উপর্যুক্ত মতবাদের অনুসারী হয়ে সুফীবাদকে সর্বখোদাবাদে (Pantheisখ) উন্নীত করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সবই আল্লাহ এবং আল্লাহই সব। অর্থাৎ জাগতিক-দৃশ্যমান সবই এক আল্লাহর সত্তার বহিঃপ্রকাশ। বায়জীদ আল-বোস্তামী সুফীবাদের মধ্যে ফানা (আত্মবিনাশন) স্তরের প্রবর্তন করেন। ফানা

হলোআল্লাহর সত্তায় নিজেকে আত্মসমাহিত করার ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। আত্মবিনাশনের মধ্য দিয়ে সুফীসাধক এমন এক পর্যায়ে উপনীত হন যেখানে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যেপার্থক্যথাকে না। মনসুর হাল্লাজ এই ধারণাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে 'বাক্বাবিল্লাহ'-এ উপনীত করেন। তিনি মনে করেন যে, আল্লাহ তাঁর নিজ অনুরূপে মানুষকে সৃষ্টিকরেছেন। এই স্তরেমানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই পর্যায়ে উপনীত হয়ে হাল্লাজ 'আমিই সত্য' বলে প্রচারকরেন। কিন্তু তাঁর এই সর্বখোদাবাদ সর্বজনীনতা লাভ করেনি। অধ্যাপক আব্দুল হাই বলেন, "The pantheistic views of al-Hallaj have frequently occured in Sufi teaching but this is not, however, universal"।

সুফীবাদের সর্বশেষ ধাপ পর্যন্ত উন্নীত হওয়ার পরও সুফীমতবাদ সুসংহত ও সুসংবদ্ধ হয়নি। আবু নসর আস-সাররাজ তাঁর 'কিতাবুল লুমা' নামক গ্রন্থে সুফীমতবাদের তালিম (শিক্ষা) ও তরীকার বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীতেকোনকোনসুফী'র অদ রদর্শিতার কারণে সাধারণমানুষের বিশ্বাস হারায়। সুফীবাদের এহেন অবস্থা যখন প্রকট, তখন আবুল কাশিম আল-কুশাইরী এবং ইমাম আল-গাযালী এগিয়ে এসেছিলেনসুফীবাদের একডট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য। আল-কুশাইরী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিসালাত'-এ সুফীবাদের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যাকরেন। তিনি তাঁর পূর্বের অনেকসুফী সাধরের দেওয়া একপেশে নৈতিক বাধ্যবাধকতাহীন সুফীমতবাদের তীব্র সমালোচনা করেনএবংসুফীদর্শনকে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং কোরআনের আলোকে ঢেলে সাজানোর আবেদন জানান।

ইমাম গাযালী সুফীবাদকে সর্বসাধারণে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অপরিহার্য পালনীয় বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা নেন। এ সময়েইসলাম ধর্ম নানা দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল। গ্রীক দর্শন, মুতাযিলাচিন্তাধারা, কাদারিয়া, জাবারিয়া প্রভৃতি দর্শন ও মতাদর্শের প্রভাবে ইসলাম তার আসল রূপ হারাতে বসেছিল। ইমাম গাযালী এ সমস্ত মআদর্শ এবং প্রভাব থেকে ইসলামকে বাঁচানোর ব্যবস্থা নেন। সেজন্য তাঁকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা 'ইসলামের রক্ষক' বলা হয়। তিনি মুতাকাল্লিমুন আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সুফীদর্শনসুন্নী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করে। প্রায় সব সময়েই সুফী সাধক এবং সাধারণমুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ছিল। সাধারণমুসলমানরাধর্মের বাহ্যিক এবং ভাসাভাসা দিক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতন। কিন্তু সুফীরা ধর্মের গভীরে প্রবেশ করতেন। ইমাম গাযালী সুফী ও সাধারণমুসলমানদের মধ্যেসমন্বয়করার ব্যবস্থা করে সুফীমতবাদকে সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করার জন্য সুযোগ করে দেন। তিনি স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের একমাত্রউৎস হিসেবে মেনে নেন। মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলোশরীয়ত ও সুফীতত্ত্বের সমন্বিত পথ। তিনি তাঁর 'ইহইয়া উলুম আল দীন' এবং 'কিমিয়ায়ে সা'দাত' নামক গ্রন্থদ্বয়ে সুফীতত্ত্বের সংস্কার সাধন করেন।

ইমাম গাযালীর পরে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক ইতিহাসখ্যাত সুফীর আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে আব্দুল কাদের জিলানী, শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী, ফরিদুদ্দীন আত্তার, নিজামুদ্দীন আওলিয়া প্রমুখ অন্যতম। হিজরী সপ্তম শতকে সুফীবাদের আরও বিকাশ ঘটে। স্পেনীয় সুফী মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী এবং ইবনুল হক ইবনে সাবীন এবং পারসীয় সুফী জালালউদ্দীন রুমী ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। রুমীরআমলে সুফীবাদ চরম পরিণতি লাভ করে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মসনবী শরীফ'-কে ফারসি ভাষার কোরআনবলা হয়। মুসলিমচিন্তাবিদের মধ্যে এই গ্রন্থ এতই শ্রদ্ধা অর্জন করেছে যে, মরমী কাব্যদর্শনে এর একক গুরুত্ব এখনও সমাসীন।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামের বাতেনী দিক হলোসুফীবাদ। কঠোর তপস্যা এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তন্ময়তার শীর্ষে অবস্থান করাই হলোসুফীবাদের লক্ষ্য। খোদাপ্রেম সুফীর একান্ত কাম্য। প্রেম ছাড়া সুফীসাধনা সম্ভব নয়। এই সুফীবাদ ইসলামধর্মের মতই পুরাতন। সুফী'র প্রকৃতি অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেও একজনসুফীছিলেন। সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মধ্যেও সুফীবাদের কার্যকলাপ দেখা যায়। তবে হিজরী দ্বিতীয় শতকে সুফী শব্দটি সাধারণ্যে বিস্তার লাভ করে। জামী অনুসারে, কুফার এক আরবীয় আবু হাসিম প্রথম সুফীবাদের গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীতেকিছুমুসলিমকোরআনে বর্ণিত জীবনের অস্থায়িত্ব এবং পরকালের ভয়ংকর পরিণতির কথা

ভেবে আল্লাহর গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন। এঁদের মধ্যে ইব্রাহিম বিন আদহাম, রাবেয়া বসরী, জুন-নুন মিস্‌রী, দাউদ আতাতায়ী, ফাজিল ইবনে ইয়াজ, মারুফ কারখী প্রমুখ তাঁরা সকলেই মনে-প্রাণে আল্লাহতে নিজেকেউৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু সুফীবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাছিল না।ফলে অনুসারীরা বিভিন্ন ধারার সাধনা করতে শুরু করেন। এই পথ থেকে সুফীবাদকে রক্ষা করেনইমাম গাযালী। ইমাম গাযালীর পরে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক ইতিহাসখ্যাত সুফীর আবির্ভাব ঘটে।

অনুশীলনী ঃসুফীবাদের ঐতিহাসিক জরিপ সম্পর্কেযা অবগত হয়েছেন তা নিজের ভাষায় লিখুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

সুফী ধ্যান মায়াবাদ মরমী তন্ময়তা বেদান্ত সর্বখোদাবাদ আত্মার উন্নতি কঠোর সাধনা ঐশী সত্তার উপলব্ধি আত্মবিনাশন

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। হিজরী দ্বিতীয় শতকে সুফী শব্দটি সাধারণ্যে প্রচার লাভ করে। সত্য/মিথ্যা

২। সুফীহওয়ার আগে শরীয়তের শিক্ষার দরকার পড়ে না। সত্য/মিথ্যা

৩। আরবে সুফীবাদ প্রথম উৎপত্তি লাভ করে। সত্য/মিথ্যা

৪। আবু নসর আস-সাররাজ 'কিতাবুল লুমা' গ্রন্থের লেখক। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। 'রিসালাত' গ্রন্থের লেখক

ক) আল-কুশাইরী খ) আস-সাররাজ

গ)ইমাম গাযালী ঘ) মনসুর হাল্লাজ

২। সুফীবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রথমদিকে অবদান বেশী ছিল

ক) আস-সাররাজ-এর খ) জামী'র

গ) জুন-নুন মিস্‌রী'র ঘ) জুনায়েদ বোগদাদী'র

৩। 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বলা হয়

ক) জামী'কে খ)ইমাম গাযালীকে

গ) আল-কুশাইরীকে ঘ) আস-সাররাজকে

৪। ফারসি ভাষার কোরআনবলা হয়

ক) রিসালাতকে খ) কিতাবুল লুমাকে

গ)মসনবী শরীফকে ঘ)কোনটিকেই নয়

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। 'সুফী' শব্দটি কীভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে ?

২। ইমাম গাযালীকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' কেন বলা হয়?সংক্ষেপেব্যাখ্যাকরুন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। সুফীবাদ কীভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিন।

২। কয়েকজন বিখ্যাত সুফীর নাম উল্লেখপূর্বক তাঁদের মতব্যাখ্যাকরুন।

উত্তরমালা

অ. ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। সত্য

আ. ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। গ

পাঠ - ২

সুফীবাদের অর্থ ও সংজ্ঞা

(Meaning and Defination of Sufis)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুফীবাদের অর্থ সম্পর্কে বর্ণনা করতেপারবেন ।
- সুফীবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা সম্পর্কে বলতে পারবেন ।

ভূমিকা

'সুফী' শব্দটির উৎপত্তি কীভাবে হল সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন 'আসহাবে সুফ্ফা' থেকে সুফী শব্দের উৎপত্তি। বারান্দায় বসে ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিকে বুঝাতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উন্নত চরিত্র এবং পবিত্রতার ধ্বজাধারী কিছু সাহাবা মসজিদে সর্বদা ইবাদতরত থাকতেন। তাঁরাই সুফীতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। ইসলামের জন্মলগ্নের প্রথম দিকের মুসলমান, যারা রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সর্বদা থাকতেন, তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফ্ফা' বলা হয়। আবার 'সুফ' বা পশমী কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তিকে বুঝাতে এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।কারণসুফীরা ছিলেন অনাড়ম্বর জীবন-যাপনকারীদের প্রতীক। তবে 'আসহাবে সুফ্ফা' থেকে শব্দটির উৎপত্তির বিষয়টি বেশী গ্রহণযোগ্য বলে অনেকে মনে করেন। ঠিক একইভাবে সুফীবাদের সংজ্ঞা নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, 'আল্লাহর সত্তার উপলব্ধিই হল তাসাউফ'। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, 'ইন্দ্রিয়জ আত্মার সব প্রবৃত্তির বিসর্জনই সুফীবাদ'। যাহোক, অন্তরের বিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে জীবনের পূর্ণ বিকাশসাধন করে আল্লাহর সত্তার উপলব্ধিই হলোসুফীবাদের মূললক্ষ্য।

১. সুফীবাদের অর্থ

'সুফী' শব্দের অর্থ নির্ধারণে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সুফী সাধনার ইতিহাস শুরু হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর সময় থেকে। তাঁর জীবদ্দশায় অনেক নিবেদিত সাহাবা মসজিদ-ই-নববীতে ধ্যান তন্ময় হয়ে আল্লাহরইবাদতকরতেন। তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফ্ফা' বা 'আবুলুস সুফ্ফা' বলা হতো। এর অর্থ হলো বারান্দায় বসে ধ্যানমগ্ন অধিবাসী। এই অর্থ থেকে 'সুফী' শব্দের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। তাঁরা ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং পূত পবিত্র। কোরআনেরসঠিক শিক্ষা এবং রাসূল (সাঃ)-এর সরাসরি সাহচর্য গ্রহণ করে তাঁরা অত্যন্ত সাধারণজীবনযাপন করতেন। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বর্জন করে তাঁরা যিকির-ফিকির ও মোরাকাবা-মোশাহেদায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। সর্বোপরি, রাসূল (সাঃ)-এর সাথে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাঁরা অনেক রহস্যময় বিষয়ের জ্ঞানলাভ করতেন। যার কারণে জাগতিক বিষয়াবলী তাঁদের নিকট তুচ্ছ মনে হত। এই 'আসহাবে সুফ্ফা'-দের মধ্যেইসলামেরচারখলিফাছাড়াওহযরত সালমান ফারসী (রাঃ), হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত মিকদাছ (রাঃ), হযরত মায়াজ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে বেশীরভাগ সাহাবী ইসলামের জন্য ধন-মন-জন উৎসর্গ করেন। সাথেসাথেতাঁরা এমন অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন যে বস্ত্রাভাবে তাঁদের পশমী কম্বল পরিধান করতেহতো।

অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের প্রতীক এই পশমী কাপড় থেকে 'সুফী' শব্দটি এসেছে বলে আবার অনেকে মনে করেন। 'সুফী' শব্দের অর্থ হলো পশম। অর্থাৎ সুফীহলোএকজন ব্যক্তি, যিনি পশমী কাপড় পরিধান করেন এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেন। যদি কাপড়ের ওপর ভিত্তি করে অর্থ

করা হয়, তাহলে সুফীর বাইরের অবয়ব এবং বহিঃপরিচ্ছদের ওপর জোর দেওয়া হয়। রুদবারী, আল-কালাবাদী, ইবনে খলদুন এবং অন্যান্য লেখকগণ এই অর্থে 'সুফী' শব্দটিকে গ্রহণ করতে চান। কিন্তু সুফীমতবাদেরমূলভিত্তি হলো বাতিনী দিক। বাহ্যিক দিকে 'সুফী' বা পশম হতেসুফী শব্দের উদ্ভব হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। তবে 'আসহাবে সুফ্ফা'-দের জীবন-যাপন প্রণালী বাতিনী দিকের নির্দেশক এবং তাঁরা অতীব কঠোর তপস্যার খাতিরে পশমী কাপড় ব্যবহারকরতেন। সেজন্য 'আসহাবে সুফ্ফা' থেকে সুফী শব্দের উৎপত্তির বিষয়টি অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়।

কিন্তু এখানেই বিষয়টি মীমাংসিত নয়। সুফী শব্দটি আসলে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র পরিধেয় বস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে এর অর্থ করা ঠিক হবে না। কেউ কেউ মনে করেন যে শব্দটি এসেছে 'সাফ' বা সারি থেকে;আবার কেউ মনে করেন 'সাফা' বা পরিষ্কার থেকে শব্দটি এসেছে, অনেকে মনে করেন 'সাফ্ফাহ্' বা বেন্স (bench) থেকে শব্দটির উৎপত্তি। বিষয়টিরভিন্ন তিনটি মতবাদনিম্নোক্ত গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম দল অনুসারে, 'সাফ' শব্দটির অর্থ হলো সারি বা কাতার। সুফীরা প্রথম কাতার বা সারির মানুষ। সুতরাং 'সাফ' থেকেই এই শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে।

কিন্তু এটা ঠিক নয়। মোল্লা জামী (রাঃ) ও তাঁর শিষ্যগণ মনে করেন যে, সুফী শব্দটি 'সাফা' শব্দ থেকে এসেছে। 'সাফা' অর্থ পরিষ্কার বা পবিত্রতা। এটাই হলো দ্বিতীয় দলের মত। এই ধরনের উৎপত্তিগত বিশ্লেষণের কারণহলো, সুফীরা সাধারণত পূত-চরিত্রের অধিকারী হন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন। তবে এই বর্ণনাও অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং অযৌক্তিক। অন্যদিকে তৃতীয় দলের মত হলোসুফী শব্দটি 'সাফ্ফাহ' শব্দটি থেকে এসেছে। অধ্যাপক হাইয়ের মতে, "According to the third group, they are called Sufis because their qualities resemble those of 'the people of the bench', who lived in the time of prophet"। একইভাবে বলাযায়, এই শব্দগত অর্থও সংকীর্ণ।

অধ্যাপক নিকলসনসহ অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ মনে করেন যে, গ্রীক দর্শনেরএকডট দার্শনিক গোষ্ঠী 'সোফিস্ট' থেকে সুফী শব্দটি এসেছে। 'সোফিস্ট' শব্দের অর্থ জ্ঞানী এবং এই অর্থটি সুফীদের সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এটা ঠিক যে, সুফীরা জ্ঞানের ধারক ও বাহক। কিন্তু তাই বলে সোফিস্ট থেকে সুফী শব্দের উদ্ভব হয়নি। কারণ গ্রীক দর্শনেরসঙ্গে পরিচয় লাভ করারঅনেক আগে থেকেই মুসলিমচিন্তাবিদদের মধ্যে এই শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সুফীতত্ত্বের মূলসুর অত্যন্ত ব্যাপক। সে কারণে 'আসহাবে সুফ্ফা' থেকে অর্থ গ্রহণ করলে এর ব্যাপকতা রক্ষিত হয়। কিন্তু অনেক পন্ডিত এ বিষয়ে একমত যে, সুফী শব্দটি 'সুফ' শব্দ থেকে এসেছে। অধ্যাপক হাই বলেন, "Considering all these points it can be said that the word Sufihas beenderived from the word 'suf' and not from any other word. Scholars are now practically unanimous on this point"।

আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যকার প্রেমকে সুফীবাদে সবচেয়েগুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্য দিয়ে বান্দা তার অন্তরের পবিত্রতা দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে থাকেন। সেজন্য সুফীদের নিকট এই প্রেম হলো আসল ধর্মস্বরূপ। এই পথে আল্লাহ প্রাপ্তির সাধনা করে নিজেকে ফানা করে দিয়ে তাঁর সত্তায় বিলীন করে দেওয়াই সুফীর লক্ষ্য। পবিত্রকোরআনের সূরা মায়দায় বলাহয়েছে, 'যে আল্লাহরসাথে প্রেম করে আল্লাহও তার সাথে প্রেম করেন।'

পবিত্র কোরআনে উদ্ধৃত :

'তিনি (আল্লাগ) আদি ও অন্ত, দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা।' (৫৭ঃ৩)

'আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিমে আছেন, কঠজেই যেখানে তোমাদের মুখমন্ডল ফিরাও না কেন, সেখানেই আল্লাহ আছেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।' (২ঃ১১৫)

'আমি **মানুষসৃষ্টি** করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।' (৫০ঃ১৬)

এসব **আয়াত** প্রমাণ করে যে, **আল্লাহ** সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ। **মানুষের** মনে এবং মনের বাইরের সমস্ত খবর **সম্পর্কেআল্লাহ** জ্ঞাত। **হাদীসেব্যক্ত হয়েছে**, 'যে ব্যক্তি নিজেকে জেনেছে, সে ব্যক্তি তার রবকে জেনেছে।'

সুফীবাদে সেজন্য **আল্লাহ** ও **মানুষেরমধ্যে** প্রেমের সেতু কীভাবে তৈরী করা **যায়** সে বিষয়ে **বলাহয়েছে**। প্রেমহীন **ইবাদত** করে **কোনমানুষআল্লাহর** সান্নিধ্য লাভ **করতেপারেন** না। **সুফীশ্রেষ্ঠ জালালউদ্দীন** রুমী (রাঃ) বলেছেন, 'নিরস **ইবাদত**কারী **আল্লাহ** প্রাপ্তির সামান্যতম পথ এক মাসে অতিক্রম **করবেন**; পক্ষান্তরে **আল্লাহ**প্রেমিক ব্যক্তি প্রতি **মুহূর্তেআল্লাহর** সিংহাসনে পৌঁছে যান।'

২. **সুফী**বাদের সংজ্ঞা

বিভিন্ন লেখক **সুফী**বাদকে **বিভিন্ন**ভাবে সংজ্ঞায়িত **করেছেন**। **সুফী**বাদের **প্রকৃত** সংজ্ঞা নির্ণয়ের জন্য প্রথমে **বিভিন্ন** লেখকের দেওয়া সংজ্ঞাসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

মা'রুফ আল-কার্খী **সুফী**বাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, '**আল্লাহরসত্তার** উপলব্ধিই তাসাউফ'। এই উপলব্ধি সম্ভব হয় আত্মবিনাশনের মধ্য দিয়ে। ইন্দ্রিয়জ সকল অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে, আত্মাকে কলুষমুক্ত করে হৃদয়ের গভীর থেকে **আল্লাহ**কে **অনুভবের লক্ষ্যে** তার সত্তার **সাথে** বিলীন হওয়াই আত্মবিনাশন। জুন-নুন মিস্‌রী (রাঃ)-এর মতে, '**আল্লাহ** ছাড়া অন্য সব**কিছু** পরিবর্জন করাই **সুফী**বাদ'। জুনায়েদ বোগদাদী (রাঃ) বলেন, '**জীবন**, মৃত্যু ও অন্য সব বিষয়ে **আল্লাহর**ওপর পূর্ণ নির্ভরতাই **হলোসুফী**বাদ'। নিজের **মধ্যে** যদি অহংবোধ কাজ করে তাহলে পরম সত্তাকে **কোন**ভাবেই পাওয়া **যাবে** না। অহংবোধ**রে** বিনাশ করে **একমাত্রআল্লাহর** সাহায্য এবং ভালবাসা চাওয়ার মধ্য দিয়েই **সুফী**গুণ পাওয়া সম্ভব। আল-কুশাইরী (রাঃ)-এর মতে, 'জীবনের বাইরের ও অন্তরের বিশুদ্ধতাই **সুফী**বাদ'। একইভাবে আবুল হুসাইন নূরী (রাঃ)ও একই সুরে বলেন, 'ইন্দ্রিয়জ **আত্মার** সব প্রবৃত্তির বিসর্জনই **সুফী**বাদ'।

সুফীবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জাকারিয়া আনসারী (রাঃ) তাঁর **সুফী** অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। **তিনি** বলেন, '**সুফী**বাদ **মানুষেরআত্মার** বিশোধনের শিক্ষা দান করে। তার নৈতিক **জীবন**কে উন্নত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার অর্জনের উদ্দেশে **মানুষের** ভিতর ও বাহিরের **জীবন**কে গড়ে তোলে। **আত্মারপবিত্রতাবিধানই** এর **বিষয়**বস্তু এবং এর লক্ষ্য **চিরন্তন** শান্তি।'**আবার** আলী আর-রুদবারী বলেন, 'পার্থিব জগত**কে** দূরে নিক্ষেপ করে **আল্লাহর** পছন্দনীয় পূর্ণ মানবের (**রাসূল** রাঃ) পথ অনুসরণ করাই **সুফী**তত্ত্বের **মূল** উদ্দেশ্য'।

উপরের সংজ্ঞাগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অন্তরের বিশুদ্ধির মাধ্যমে বাহ্য ও অন্তর জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে পরম সত্তার উপলব্ধির **মধ্য** দিয়ে **চিরন্তন** শান্তি লাভই **সুফী**বাদের **মূল** শিক্ষা।

সার-সংক্ষেপ

সুফীবাদ **ইসলামেরদৃষ্টিতে এক** মরমী **মত**বাদ। **তবে সুফী**'র সংজ্ঞা ও উৎপত্তি নিয়ে **বিভিন্ন** লেখকের **মধ্যে** মত**পার্থক্যরয়েছে**। কেউ মনে **করেন** মসজিদ-ই-নববীতে ধ্যানরত 'আসহাবে সুফ্‌ফা' থেকে **সুফী** শব্দের উৎপত্তি। **আবার** কেউ মনে করেন যে, অনাড়ম্বর **জীবন**-যাপনের প্রতীক পশমী কাপড় থেকে **সুফী** শব্দের উৎপত্তি। **কারণসুফী**রা পশমী কাপড় পরিধান **করতেন**। '**সুফ**' শব্দের অর্থ **হলো** পশম। মোল্লা জামী (রাঃ) ও তাঁর শিষ্যগণ মনে **করেন** যে, **সুফী** শব্দটি 'সাফা' শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ **করেছে**। 'সাফা' শব্দের অর্থ **হলো** পরিষ্কার বা **পবিত্রতা**। **সুফী**রা হলেন পরিষ্কার ও **পবিত্রতা**র প্রতীক। **সুফী**বাদের সংজ্ঞার ব্যাপারেও মতভেদ আছে। কেউ বলেন, '**আল্লাহর** সত্তার উপলব্ধি'ই **হলোসুফী**বাদ। **আবারকোনকোন** লেখক মনে **করেন** যে, 'জীবনের বাইরের ও **অন্তর**ের

বিশুদ্ধতাই সুফীবাদ'। সে যাহোক, অন্তরের বিশুদ্ধির মাধ্যমে বাহ্য ও অন্তর জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে পরম সত্তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চিরন্তন শান্তি লাভই হলোসুফীবাদ।

অনুশীলনী ঃসুফীবাদের **সঠিক** অর্থ কী হওয়া উচিত বলে **আপনি মনে করেন ?আলোচনাকরুন।**

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

পরম শান্তি সাফ বাতিনী দিক **সুফ** অন্তরের বিশুদ্ধতা যিকির-ফিকির সাফা গভীর ধ্যান মোরাকাবা আসহাবে সুফ্ফা**আল্লাহর** সান্নিধ্য মোশাহেদা

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। 'আসহাবে সুফ্ফা' অর্থ পশমী কাপড়। **সত্য/মিথ্যা**

২। 'সাফ্ফাহ্' অর্থ হলো বেন্স বা সারি। **সত্য/মিথ্যা**

৩। 'আসহাবে সুফ্ফা'দের **মধ্যেইসলামের** প্রথম চারখলিফারয়েছেন। **সত্য/মিথ্যা**

৪। **সুফী**বাদে **পবিত্রতা**র ওপর তেমন জোর দেওয়া হয়নি। **সত্য/মিথ্যা**

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। 'আসহাবে সুফ্ফা' অর্থ **হলো**

ক)প্রথম সারি খ)**পবিত্রতা**

গ)তন্ময় হয়ে **ইবাদত**কারী ঘ) সব সময় **ইবাদত**কারী

২। 'সাফা' শব্দের অর্থ **হলো**

ক)তন্ময়তা খ) সারি

গ)পশমী কাপড় ঘ)**পবিত্রতা**

৩। **সুফী**বাদে **আল্লাহর** সত্তায় বিলীন **হওয়ারদরকার** আছে

ক)না খ) হ্যাঁ

গ)**বলা** কঠিন ঘ) বর্ণনা করা **প্রয়োজন**

৪। 'সোফিস্ট' শব্দের অর্থ কি

ক) জ্ঞানী খ)**সুফী**

গ) বেন্স ঘ) পেশাদার শিক্ষক

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। **'সুফী'** শব্দের অর্থ **সম্পর্কে** নিকলসনের মতব্যাখ্যাকরুন।

২। কয়েকজন প্রখ্যাত **সুফী**র **'সুফী'**র অর্থ সম্পর্কিত মতসংক্ষেপেব্যাখ্যাকরুন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। **'সুফী'** শব্দের অর্থ কীভাবে এসেছে তা বিস্তারিত **আলোচনাকরুন।**

২। **সুফী**বাদের **একডট** সন্তোষজনক সংজ্ঞা দিন।

উত্তরমালা

অ. ১। **মিথ্যা** ২। **সত্য** ৩। **মিথ্যা** ৪। **মিথ্যা**

আ. ১। গ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক

পাঠ - ৩

সুফী পথ
(Sufi Path)

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- সুফী পথের সংক্ষিপ্তব্যাখ্যা দিতে পারবেন ।
- শরীয়ত ও তরীকতের বিস্তারিত বর্ণনা করতেপারবেন ।
- মারেফাত ও হাকীকতসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন ।

ভূমিকা
সুফীবাদের মূল লক্ষ্য হলোআল্লাহরসত্তার উপলব্ধি। এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সুফী সাধকের কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। জীবাত্মাকে মোট চারভাগে করা যায় ঃ উদ্ভিদাত্মা, প্রেষণাত্মা, বৌদ্ধিকাত্মা এবং পবিত্রাত্মা। সাধনার মধ্য দিয়ে সুফীকে কন্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে পবিত্রাত্মার দিকে নিজেকে রুজু করতে হয়। সুফীসাধক একজনআধ্যাত্মিক গুরুর অধীনে এই পথ অতিক্রম করে থাকেন। এই পথগুলো হলো ঃ শরীয়ত, তরীকত, মারেফাত ও হাকীকত। ইসলামেরমূলবিধানই হলোশরীয়ত। সুফীকে শরীয়তের সব বিষয়ই রপ্ত করে তা সাধনার কাজে লাগাতে হয়। এই ধাপ সমাপ্ত হলে তরীকতস্তরেসুফীসাধক উপনীত হন। গুরুর সরাসরি নির্দেশে তখনসুফী ধ্যানে মগ্ন হন। একডট বিশেষ সময় পর্যন্ত সাধক গুরুর অধীনে সাধনা করেন। মারেফাতহলো পরবর্তী ধাপ। এই স্তরে সাধক আল্লাহর পরিচয় জ্ঞানলাভ করেন এবং সর্বশেষ বা হাকীকতস্তরে সাধক আল্লাহর সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করেন।

১. সুফী পথের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
পরম স্রষ্টা আল্লাহরসাথে মিলনই সুফী সাধনার চরম ও পরম লক্ষ্য। আত্মারপবিত্রতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এই পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। আত্মারপবিত্রতা সাধন সহজ কাজ নয়। ষড়রিপু দমনসহ নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আত্মার এই উন্নতি সাধন করতে হয়। জড় পদার্থের প্রভাবে আত্মা সর্বদা বিভিন্ন ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হতে চায়। সেগুলো থেকে নিরন্তর মুক্ত থাকতে হলে একমাত্র কঠোর সাধনা অবলম্বন করা দরকারণ আত্মাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় ঃ উদ্ভিদাত্মা, প্রেষণাত্মা, বৌদ্ধিকাত্মা এবং পবিত্রাত্মা। পবিত্রাত্মা আল্লাহর ওহীপ্রাপ্ত যা ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে পারে। এই আত্মার কাজ আল্লাহর ক্রিয়াপরতারই ফল; নবী-রাস লরাযা প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যদিকে প্রেষণাত্মা হলো জড়ের খুব কাছাকাছি। এই আত্মারমাধ্যমে পাপ কাজ বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সুফী অভিজ্ঞতার প্রাথমিক কঠজ। সাধনার এই প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করে বৌদ্ধিকাত্মা পেরিয়ে পবিত্রতার দিকে নিজেকে রুজু করার জন্য কন্টকাকীর্ণ ও দুর্গম পথ সুফীকে জয় করতে হয়। এই পথ পরিক্রমাকে মোট চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো ঃ শরীয়ত, তরীকত, মারেফাত ও হাকীকত।

ইসলামের আচার-অনুষ্ঠানই হলোশরীয়ত। কলেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্জ এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্য পালনীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে শরীয়ত গঠিত। শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার মাধ্যমে সুফী নিজেকে তৈরী করেন এবং পরবর্তী ধাপে উন্নীত হন । এই ধাপকে তরীকত বলে। এই পর্যায়েসুফী-সাধক একজন পীর বা মুর্শীদের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর দেওয়া কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। এই ধাপ পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে সুফী-সাধক তৃতীয় ধাপে,

অর্থাৎ মারেফাতপর্যায়ে উপনীত হন। এই পর্যায়েসুফীআধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত হন এবং আল্লাহর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত করেন। মারেফাতপর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে সুফী পথের শেষধাপ হাকীকতে উপনীত হন এবং আল্লাহতে নিজেকে সমর্পণ করেন।

২. শরীয়ত ও তরীকত

শরীয়ত বলতে এককথায় ইসলামী জীবন-বিধানকে বুঝায়। 'শরীয়ত' শব্দটি 'শরা' শব্দ থেকে এসেছে। 'শরা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলোআইন, বিধি, বিধান, পথ ইত্যাদি। 'শরীয়ত' শব্দটি তওহীদজ্ঞাপক; অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ওপর বিধান যা অবশ্য পালনীয়। শরীয়তের কোনবিধান অমান্য করলে পাপ হয়। মানুষকোন্‌টা করবে এবং কোন্‌টা করবে না অর্থাৎ হালাল ও হারামের পার্থক্য নির্দেশ করে শরীয়ত। অবশ্য পালনীয় কাজেরমধ্যে কলেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্ব অন্যতম-যার ব্যাখ্যাকোরআন এবং হাদীসেরয়েছে। সেদিক থেকে কোরআন ও হাদীসহলো শরীয়তের মূলভিত্তি। সুফী পথ পরিক্রমায় শরীয়তের শিক্ষা নিজের মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নহলো প্রারম্ভিক স্তর। সাধারণমুসলমান এবং সুফী সাধরের মধ্যে এই পর্যায়েকোনপার্থক্যথাকে না। কিন্তু পরবর্তী যে সমস্ত পথ সুফী সাধরের পরিক্রমণ করতে হয় তার জন্য দরকার এই পর্যায়ে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। শরীয়ত মেনে চলার মাধ্যমে ইবাদতের বাহ্যিক প্রকাশ সমাধা হয়। সুফী পথ পরিক্রমায় এই পর্যায়কে প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে ধরা হয়। শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধান মেনে চলার মধ্য দিয়ে সুফী প্রবৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজের অধীনে আনয়ন করেন এবং সুফী সাধনার প্রারম্ভিক স্তর সমাপন করেন। কোরআনেবলাহয়েছে ঃ

'আর যে ব্যক্তি তাঁর সন্দর্শন কামনা করে সে যেন এই এক ও অদ্বিতীয় প্রভুর প্রার্থনায় আর কাকেও শরীক না করে।' (১৮ঃ১১০)

'হে মোমেনগণ, আল্লাহকে মেনে চলিও, রাস লকে মেনে চলিও, আর তোমাদের চালক ও নেতাদের।' (৪ঃ৫৯)

শরীয়তসম্মতইবাদতকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা - হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য এবং হক্কুল ইবাদ বা সামাজিক কর্তব্য। ঈমান, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্ব পালনসহ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালনকে হক্কুল্লাহ বলে। আল্লাহরসরাসরিইবাদতই হক্কুল্লাহ। অন্যদিকে মানুষের এবং আল্লাহরঅন্যান্যসৃষ্টির প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর পরোক্ষ ইবাদতই হলো হক্কুল ইবাদ। হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদতের মাধ্যমে সুফীশরীয়ত সম্পন্ন করেন।

তওহীদের পথে চলাকে তরীকত বলে। অর্থাৎ শরীয়ত অর্থ বিধি, বিধানবা পথ; আর তরীকত অর্থ আল্লাহরবিধান বা পথ ধরে চলা। হাদীসেবলাহয়েছে, 'আমি (রাসূল সাঃ) যা করেছি তাই তরীকত'। সুফীবাদে তরীকতকে একডট বিশেষ এবং ব্যাপকতর অর্থে ব্যবচার করা হয়েছে। তরীকতসুফী পথ পরিক্রমার দ্বিতীয় স্তর। শরীয়তের সব ধরনের কর্মকান্ড নিজের মধ্যেপ্রতিষ্ঠিত করে সুফীসাধক তরীকতস্তরে উপনীত হন। তওহীদের পথে চলে প্রকৃত সত্যের গূঢ়তম রহস্য উদ্‌ঘাটন করে আপনার ও পরম জাতের দর্শনলাভই সুফীর জন্য তরীকতস্তরের কাজ। কোরআনেবলাহয়েছে :

'আল্লাহ-যাঁরা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করেন তাঁদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শনকরেন এবং তাঁদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।' (৫ঃ১৬)

সুফীসাধকদেরতরীকত স্তরে বিশেষ এবং কঠোর নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। তরীকতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্তির চেষ্টা করা হয়। সেজন্য দরকার হয় আলোকপ্রাপ্ত কাল্‌ব-এর; অর্থাৎ এই স্তরেমুর্শীদের সাহায্যের দরকার হয়। ফলে মুর্শীদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন হয়। হাদীসেবলাহয়েছে, 'আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও'। আর এই গুণাবলীর প্রকাশ

ঘটেছে রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আর সে আদর্শ নিজের মধ্যে রূপায়িত করতে হলে কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করা সুফী সাধরের জন্য অবশ্য করণীয় কাজ হয়ে পড়ে।

মুর্শীদের নির্দেশে সুফী সে সাধনা শুরু করেন এবং দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর সব আদেশ-নির্দেশ ও পরামর্শ মেনে চলেন। এই স্তরে মুরীদ মুর্শীদের ইচ্ছার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেন। সেজন্য এই স্তরকে 'ফানায় শেখ' বলা হয়ে থাকে।

৩. মারেফাত ও হাকীকত

সুফী সাধনার তৃতীয় স্তর বা ধাপ হলোমারেফাত। এই স্তরকে আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান বলে। সাধরের জন্য এটা আধ্যাত্মিক আলোকের স্তর। আল্লাহসম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করার জন্য সাধক তার কাল্বকে আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত করেন। একই সাথে বস্তুর নিগ ঢ় রহস্য উপলব্ধিও সাধকের পক্ষে সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, তরীকতস্তরেই সাধরের মধ্যেআধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে ব্যাকুলতা দেখা দেয়। যার জন্য সাধরের মনে এক অনির্বচনীয় ও অভূতপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এছাড়া পূর্ববর্তী দু'টি স্তরে সাধরের মনে জাগতিক অনেকবিষয় জাগ্রত থাকে। কিন্তু এই পর্যায়ে তার মন থেকে জাগতিক সমস্ত চিন্তাদ রীভূত হতে থাকে। এক্ষেত্রে সাধক অসীমকে জানতে শুরু করেন এবং অজানা রহস্য তার সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সত্য উপলব্ধি করার প্রাথমিক পর্যায়েসুফীসাধক অবস্থান করেন।

মারেফাতস্তরে সাধক প্রকৃতসত্যসম্পর্কে ভাষাভাষা জ্ঞান উপলব্ধি করেন। এই স্তর অতিক্রম করে সুফীসাধক হাকীকতস্তরে বা প্রকৃতসত্য উপলব্ধির স্তরে উপনীত হন। সুফী পথ পরিক্রমায় হাকীকতহলো সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। আল্লাহর উপলব্ধিকেই হাকীকত বলে। অবশ্য ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহর উপলব্ধি নির্ভর করে সেই মহানআল্লাহর অসীম রহমতের ওপর। মানুষ যে বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম, তার মধ্যে স্বজ্ঞা হলো অন্যতম। সুফী সাধরের পক্ষে পরম সত্যের জ্ঞান একমাত্র স্বজ্ঞার মাধ্যমেই সম্ভব। অর্থাৎ শরীয়তের ঐতিহ্যগত জ্ঞান, তরীকতের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং মারেফাতের বিচার ও বুদ্ধিগম্য জ্ঞানের মধ্য দিয়ে সাধক শেষ পর্যায়ে স্বজ্ঞার মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। আমরা আগেই দেখেছি যে, আল্লাহর সত্তায় বিলীন হওয়াই সুফীমতবাদের আসল উদ্দেশ্য। এই স্তরে এসেই সাধক তার নিজস্ব স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য, জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা সবই হারিয়ে ফেলেন এবং আল্লাহর সত্তায় ফানা (লীন) হয়ে যায়। এই অবস্থাকে ফানাফিল্লাহ্ বলে। পবিত্রকোরআনেবলাহয়েছে ঃ 'হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।' (৮৯ঃ২৭-৩০)

সুফী পথের বর্ণনায় বিভিন্ন লেখকের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। আবু নসর আস-সারাজ সুফী পথের বর্ণনায় সাতটি স্তরের কথা বলেন। সেগুলো হলো ঃ তওবা, পরিবর্তন, নির্ভরশীলতা, সবর, আত্ম-সমর্পণ, পবিত্রতা এবং খোদাপ্রেম।

সার-সংক্ষেপ

পরম স্রষ্টা আল্লাহরসাথে মিলনই সুফী সাধনার পরম লক্ষ্য। ষড়রিপু দমন করে আত্মারপবিত্রতার মধ্য দিয়ে কঠোর সাধনার ফলে এই পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায়। উদ্ভিদাত্মা থেকে শুরু করে পবিত্রাত্মা পর্যন্ত সুফী সাধককে অনেক চরাই উৎরাই পার হতে হয়। এই পরিক্রমাকে সুফী পথ বলে। সুফী পথের মোট চারটি ধাপ রয়েছে ঃ শরীয়ত, তরীকত, মারেফাত ও হাকীকত। কোরআন ও হাদীসসম্মতইসলামের আচার-অনুষ্ঠানই হলোশরীয়ত। অবশ্য পালনীয় এই আচার-অনুষ্ঠান ভালভাবে পালন করে সুফীসাধক নিজেকে তৈরী করেন এবং তরীকতস্তরে উপনীত হন। এই পর্যায়েসুফীসাধক একজন পীর বা মুর্শীদের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর দেওয়া কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। এই ধাপের পরে আসে মারেফাতস্তর। এই পর্যায়েসুফীআধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত হন

এবং আল্লাহরসমীপে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করেন। এই স্তর পার হয়ে সুফী সাধক সুফীপথের সর্বশেষ স্তর হাকীকতে সমাসীন হন।

অনুশীলনী ঃসুফী পথ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

এই পাঠের **মূল** শব্দসমূহ
শরীয়ত তরীকত মারেফাতহাকীকত পথ-পরিক্রমা মুর্শীদ কাশ্‌ফ সুফী সাধক হক্কুল্লাহহক্কুল ইবাদ**আধ্যাত্মিক** আলো **আধ্যাত্মিক** উপলব্ধি

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. **সত্য ও মিথ্যা**
১। সুফী পথ মূলতচারভাগে বিভক্ত। সত্য/মিথ্যা
২। সুফীহলোধর্মের যাহিরী দিক। সত্য/মিথ্যা
৩। তরীকতস্তরে সাধক আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্ত হন। সত্য/মিথ্যা
৪। শরীয়তসম্মতইবাদত দুপ্রকারণসত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
১। সুফী পথ পরিক্রমার তৃতীয় স্তর
ক)তরীকত খ)হাকীকত
গ)মারেফাত ঘ)শরীয়ত

২। কোন্ স্তরে সাধক প্রথম আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্ত হয়
ক)মারেফাত খ)হাকীকত
গ)শরীয়ত ঘ)তরীকত

৩। সাধারণমুসলমান এবং সুফীর মধ্যেকোন্ পর্যায়েপার্থক্যথাকে না
ক)তরীকতস্তরে খ)শরীয়তস্তরে
গ)মারেফাতস্তরে ঘ)হাকীকতস্তরে

৪। কোন্ স্তরেসুফীর মুর্শীদের দরকার হয়
ক)শরীয়তস্তরে খ)মারেফাতস্তরে
গ)হাকীকতস্তরে ঘ)তরীকতস্তরে

ই. **সংক্ষিপ্তরচনামূল**ক প্রশ্ন
১। সুফী পথ পরিক্রমায় শরীয়তসম্পর্কেসংক্ষিপ্তব্যাখ্যা দিন।
২। সুফী পথ বর্ণনায়মারেফাতসম্পর্কেসংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরুন।

ঈ. **রচনামূল**ক প্রশ্ন
১। সুফী পথ পরিক্রমায় শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাকরুন।
২। সুফী পথ পরিক্রমায় মারেফাত ও হাকীকতের মধ্যে তুলনামূলক চিত্র বর্ণনাকরুন।

উত্তরমালা
অ ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। সত্য
আ. ১। গ ২। ক ৩। খ ৪। ঘ

পাঠ - ৪

সুফীমূলনীতি
(Sufi Doctrine)

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- সুফীমূলনীতিসমূহের উপক্রমণিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতেপারবেন।
- সুফীমূলনীতিব্যাখ্যাকরতেপারবেন।

মুসলিম দর্শনে গড়ে ওঠা বিভিন্নমতবাদের মধ্যেসুফীবাদ সবচেয়ে ব্যাপক স্থান দখল করে আছে। সেজন্য এ মতবাদকে কোন বিশেষ ধারায় ফেলে বিশ্লেষণ করা যায় না। বিজ্ঞজনের অভিমত অনুসারে সুফীবাদে প্রায় দু'শত তরীকা রয়েছে। এসবেরঅনেক তরীকা এখনও বিদ্যমান। তবে বৈচিত্র্যময় তরীকা থাকা সত্ত্বেও সুফীরা বিশেষ কয়েকটি বিষয়কে তাঁদের সাধনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই মূলনীতিগুলো সব তরীকার অনুসারী সুফী এবং সুফীসাধকরা গ্রহণ করে থাকেন। এই মূলনীতিগুলো হলো ঃ আল্লাহ, মানুষের আত্মা, বহির্জগৎ, আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক, জীবনের লক্ষ্য, জ্ঞানের উৎস, ধ্যান, জিকির ও অনিষ্ট ইত্যাদি।

১. সুফীমূলনীতিসমূহের উপক্রমণিকা

সুফীবাদ অত্যন্ত ব্যাপক একডটবিষয়। সুফীবাদকে সেজন্য কোন নির্দিষ্ট একডটচিন্তাধারা বা সংগঠিত কোনচিন্তাগোষ্ঠী হিসেবে ধরা যায় না। বিভিন্নসময়ে এবং বিভিন্ন স্থানে এই চিন্তাধারার মধ্যে বৈচিত্র্যময়চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে । অধিকন্তু প্রভাবশালী সুফী নিজের নামে নিজেদের মত করে সুফী তরীকার সৃষ্টিকরেছেন। সেজন্য এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কোনএকজনসুফীসাধক কোন্ সুফী তরীকার অধীনে সাধনা করেন তা বলা মুশকিল। নতুন এবং পুরাতন মিলে প্রায় দু'শত সুফী তরীকা রয়েছে বলে বিজ্ঞজনের অভিমত। আর এ সমস্ত তরীকায় একে অপরের মধ্যে নানান বিষয়ে পার্থক্যরয়েছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনএকডট নির্দিষ্ট মূলনীতিসম্পর্কেআলোচনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে এ ব্যাপারে আলোচনা করা গেলেও সেটাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা আরও কঠিন কাজ। তবুও কতিপয় বিষয়সুফীমূলনীতির মধ্যে আনা যায় যেগুলো ছাড়া সুফী সাধনা সম্ভব নয়। আমরাএখানে সেই মূলনীতিসমূহ নিয়ে আলোচনাকরবো।

২. সুফীমূলনীতিসমূহ

সুফী সাধকগণ পার্থিব সকল অপশক্তি পরিবর্জন করে আধ্যাত্মিক প্রেমশক্তিতে বলীয়ান হন। সেজন্য এই পথে সিদ্ধিলাভের জন্য সুফীকে মৌলিক কিছুনীতি অনুসরণ করে চলতে হয়। সেগুলো হলো ঃ তওবা (অনুতাপ), তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা), তাকওয়া (পরিবর্জন), সবর (ধৈর্য), শোকর (কৃতজ্ঞতা), ইখলাস (পবিত্রতা), যুহদ (বৈরাগ্য), রেজা (আত্মতুষ্টি), খওফ (আল্লাহ ভীতি), ফকর (দারিদ্র), মহব্বত (আল্লাহ প্রেম), আদব (ভাল ব্যবহাক), তওহীদ (একত্ব) ও ইলম (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) প্রভৃতি। মারেফাত ও হাকীকত লাভ করতে হলে সুফী সাধরের জীবনে এগুলোর প্রতিফলন দরকারণ এছাড়া মুখ্য মূলনীতিগুলো হলো ঃ আল্লাহ, মানুষের আত্মা, বহির্জগৎ, আল্লাহ ও

মানুষেরসম্পর্ক, জীবনের লক্ষ্য, জ্ঞানের উৎস, ধ্যান, জিকির ও অনিষ্ট। নিম্নে আমরা এই নীতিগুলো আলোচনাকরবো :

১) **আল্লাহ** ঃআল্লাহসম্পর্কেসুফীদের যে ধারণা তা সাধারণইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীদের চেয়ে ভিন্ন। তাঁরা কলেমা তাইয়্যেবা'র প্রথম অংশ সম্পর্কে মনে করেন যে, "La ilaha illa(A)llah' not as 'Nothing is adorable but Allah' but as'Nothing is existent but Allah"। সুতরাং তাঁদের মতানুসারে আল্লাহহলোএকমাত্র সত্তা, বাকী সব অধ্যাসমাত্র। কিন্তু সত্তার প্রকৃতির ব্যাখ্যায় সুফীরা একমত পোষণ করতেপারেননি। কেউ মনে করেন যে, আল্লাহহলো 'সার্বিক ইচ্ছা,' আবার কেউ কেউ মনে করেন তা হলো 'সত্য জ্ঞান'।আবারঅন্যান্যরা মনে করেনআল্লাহহলো 'অসীম আলো', কেউ আবার 'অতি সুন্দর' হিসেবে গণ্য করেন। এসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ যে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা এ বিষয়ে মতপার্থক্য নেই।

২) **মানুষের আত্মা** ঃসুফীরা মানুষের আত্মাকেআল্লাহরএকডট অংশ হিসেবে গণ্য করেন। পবিত্রকোরআনেবলাহয়েছে, "I have breathed into him (maগ) of my (Allah) spirit"। এছাড়া হাদীসেব্যক্ত হয়েছে যে, "Allah created men in his own image"। সুতরাং মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বা শক্তির সঙ্গেআল্লাহর শক্তির মিল আছে। এটা এমন যেআল্লাহরঅনেক গুণাগুণের ছিটেফোঁটা এই ছোট জগতেরমধ্যেমানুষধারণ করে বহন করছে এবং এটাই মনে হয় সর্বোচ্চ মাত্রা। সেজন্য সুফীরা বলে থাকেন, যে তাঁর নিজের আত্মাকে চিনেছে, সে তাঁর আল্লাহকে চিনেছে।

৩) **বহির্জগৎ** ঃ অধিকাংশ সুফীর মতে বহির্জগৎহলো অধ্যাস এবং যাঅলীক বা মিথ্যার কাছাকাছি। আল্লাহ্-ই একমাত্রসত্য। আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নেই। সমস্ত অবভাসিক জগতেরপেছনে একমাত্রআল্লাহর কর্মকান্ডই সব। সুতরাং জগতের অস্তিত্ব নেই। অধ্যাপক হাই বলেন, "It is mere non-entity and everything in it is with Allah. External things are either emanations from Allah or are mirrors which Divine Attributes are reflected" ।যদিও অধিকাংশ সুফীওপরোক্ত রূপরেখা গ্রহণ করে থাকেন, তথাপি অনেকেই আছেন যাঁরা বিশ্বতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং আল্লাহরসাথে এর সম্পর্ক বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। এই নীতির ভিত্তিতে সুফীদের মোট তিনটি প্রধান চিন্তাগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় ঃ ইজালিয়া, শুহুদিয়া এবং ওয়াজুদিয়া। ইজালিয়া চিন্তাগোষ্ঠী অনুসারে জগৎআল্লাহ হতেই সৃষ্ট, কিন্তু তা আল্লাহর সত্তার বহিঃপ্রকাশমাত্র। যদিও জগতের প্রকাশ আমরা দেখতে বা বুঝতে পারি, কিন্তু পরিণামে তা আল্লাহর সত্তায় বিলীন হয়ে যাবে। শুহুদিয়া চিন্তাগোষ্ঠী অনুসারে বাহ্যজগৎআল্লাহর সত্তার প্রতিফলনমাত্র। জগতেরকোনপ্রকৃত অস্তিত্ব নেই। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হাই বলেন, "It is God, the one ultimate Reality, who is reflected in and through the objects of the world"। ওয়াজুদিয়া চিন্তাগোষ্ঠী অনুসারে, একডট মাত্র সত্তা আছে, আর সেটা হলোআল্লাহ।

৪) **আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক** ঃ সুফীমূলনীতি অনুসারে আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক প্রেমের। আল্লাহ সমস্ত বিশ্বচরাচরকে প্রেমের মাধ্যমে সৃষ্টিকরেছেন এবং মানুষকে করেছেন নিজের ধারণা (image) দিয়ে। সুতরাং মানুষের আত্মায় স্বর্গীয়গুণ প্রেম রয়েছে। এজন্য মুক্তির দিনে মানুষআল্লাহরসাথে মিলিত হতে পারবেন। জগতে আসার আগে মানুষের সব আত্মা সার্বিক আত্মারসাথে একীভূত ছিল। সেজন্য জাগতিক মানুষের আত্মা মূল বিশ্বাত্মা থেকে পরবাসীমাত্র।

উক্ত তা বিশ্বাত্মায় মিলিত **হওয়ার** জন্য সদা সচেষ্ট। **সুফী**রা তাই **মনে করেন** যে, **মানুষের** আত্মা উড়ন্ত কবুতরবিশেষ, আর **কিছু** নয়।

৫) **জীবনের লক্ষ্য ঃআল্লাহ** ও **মানুষের** সম্পর্ক প্রেমের। বিশ্বাত্মায় মিলিত হওয়াই **মানুষেরআত্মারএকমাত্র** লক্ষ্য। **সুফীনীতি** অনুসারে **শেষ বিচারের** দিনে দোযখ থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশ্‌ত পাওয়া **একমাত্র** উদ্দেশ্য নয়; বরং **আল্লাহরসাথে** মিলিত হওয়াই আসল উদ্দেশ্য। **এখানে** সাধারণ**মুসলমান**দের **সাথেসুফী**দের **পার্থক্যহলো**, যারা **শেষ বিচারের** দিনে শুধু দোযখ থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশ্‌ত পাওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য বলে **মনে করেন**। **আল্লাহরসাথে** মিলনই **সুফী** সাধনার **মূল** নৈতিকতা এবং এটাই **হলো** সর্বোচ্চ **আদর্শ**।

৬) **জ্ঞানের উৎস ঃ** জগৎ ও **আল্লাহসম্পর্কেপ্রকৃত** জ্ঞান আহরণ করা **যায়** কেবলমাত্র স্বজ্ঞার মাধ্যমে। **সুফী** অনুসারে বুদ্ধির মাধ্যমে সব **কিছু**র জ্ঞান, বিশেষ করে **প্রকৃতসত্য-আল্লাহর** জ্ঞান পাওয়া **যায়** না। অধ্যাপক হাই বলেন, "It is through intuition or direct apprehension that knowledge of God can be attained. Intuition results from ecstasy (haK) which comes after a long process of spiritual training"।**স্বজ্ঞা দু'প্রকার : কওনী ও ইলাহী**। **যে স্বজ্ঞার** মাধ্যমে **ভবিষ্যৎ** কালের বা দূরবর্তী স্থানের দৃশ্য বা অদৃশ্য **বিষয়সমূহের** জ্ঞান পাওয়া **যায়** তাকে কওনী বলে। অন্যদিকে, যে স্বজ্ঞার **মাধ্যমে আল্লাহরজাত** ও সিফাত **সম্পর্কে** ইলম প্রাপ্ত হওয়া **যায়** এবং **আধ্যাত্মিকজগতেরকোন** জ্ঞান **আল্লাহর** পক্ষ থেকে **সরাসরি** পাওয়া **যায়** তাকে ইলাহী বলে। সেজন্য স্বজ্ঞার মাধ্যমেই কেবল **আল্লাহর** বাস্তব জ্ঞান পাওয়া **যায়**।

৭) **ধ্যান ঃসুফী**র ভাবানুভূতির বা **আধ্যাত্মিক** সাধনার এক বিশেষ মানসিক অবস্থাকে 'ধ্যান' বা 'হাল' **বলা** হয়। সাধারণ**মুসলমান কালেমা,নামাজ**, রোজা, **যাকাত**, হজ্জের **মধ্যেই** ধর্মীয় **কাজের** সীমারেখা টানেন। কিন্তু **সুফী**রা এগুলো **মেনে** চলার পরেও নৈতিকতা ও **আধ্যাত্মিকতা** নিজের **মধ্যে** আনয়নের তাগিদ অনুভব **করেন**। **ফলে সুফী**র **জীবনে** এমন এক অবস্থা **বিরাজ করে** যার **ওপর** হৃদয়ানুভূতি গড়ে ওঠে। এই অবস্থা সাধারণত ফানা অবস্থাকে নির্দেশ করে। ফানার মাধ্যমে **সুফী** নিজের সচেতনতা হারায় এবং বাক্বা **স্তরে** উপনীত **হন**। **এখানে সুফী** নিজেকে **আল্লাহর** সত্তায় বিলীন **করতে** পারেন।

৮) **জিকির ঃআল্লাহর উদ্দেশে** প্রেমমূলক এক ধরনের সঙ্গীতকে জিকির বলে। **পবিত্রকোরআনেবলাহয়েছে**, "remember Allah often" (XXXIII; 41)। হাম্‌দ (**আল্লাহর** গুণগান), না'ত (**রাসূল** সাঃ-এর প্রশস্তি), গযল (**আল্লাহর** প্রেম**মূলক** গান) মুরশিদী (পীর ও **মুর্শীদ** সম্পর্কিত সঙ্গীত), **মারেফাতী** (তত্ত্বমূলক গান), কাওয়ালী প্রভৃতির মাধ্যমে **সুফী** সঙ্গীত বা **জিকির** সমাধা **করেন**। এছাড়া **কোরআনেরআয়াতসরাসরি** পড়া বা বারবার **বলা** জিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

৯) **অনিষ্ট ঃ** অসত্তা (Unreaক) বলে যা **কিছুআমরা** জগতে দেখি তা সবই অনিষ্ট বলে **সুফী**রা **মনে করেন**। যেহেতু বাহ্য **জগতেরকোনপ্রকৃত** সত্তা নেই, সেজন্য অনিষ্টেরও **প্রকৃত** সত্তা নেই। অনিষ্টের **সাথেআল্লাহরকোন** সম্পর্ক নেই, কিন্তু **জগতেরসাথে** সম্পর্ক আছে।

সার-সংক্ষেপ

সুফীবাদ **একডট** ব্যাপক **বিষয়**। **বিভিন্নসময়ে** এবং **বিভিন্ন** স্থানে এই **চিন্তা**ধারার **মধ্যে** বৈচিত্র্যময় **চিন্তা**ধারার উদ্ভব **হয়েছে**। কেননা এই **মতবাদেরকোন** বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সে কারণে **সুফী**বাদের

সঠিকমূলনীতি প্রণয়ন করা কঠিন কাজ। তবুও কতিপয় **বিষয়সুফীমূলনীতির মধ্যে** আনা যেতে পারে। সেগুলো **হলো** ঃ **আল্লাহ, মানুষের** আত্মা, বহির্জগৎ, **আল্লাহ** ও **মানুষের** সম্পর্ক, জীবনের লক্ষ্য, জ্ঞানের **উৎস**, ধ্যান, জিকির ও অনিষ্ট। **এছাড়াওসুফীদের কিছু** মৌলিক **নীতি** পালন **করতে** হয়। সেগুলো **হলো** ঃ অনুতাপ, নির্ভরতা, পরিবর্জন, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, **পবিত্রতা**, বৈরাগ্য, আত্মতুষ্টি, **আল্লাহ** ভীতি, দারিদ্র, **আল্লাহ** প্রেম, ভাল **ব্যবহার**, একত্ব ও **আধ্যাত্মিক** জ্ঞান **প্রভৃতি**।

অনুশীলনী ঃসুফী পথ ও **সুফীমূলনীতির মধ্যেপার্থক্য** নিজের ভাষায় লিখুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

আধ্যাত্মিক প্রেম পরিবর্জন জিকির সিদ্ধিলাভ কৃতজ্ঞতা জ্ঞানের **উৎস**
অনুতাপ **পবিত্রতা** একত্ব নির্ভরতা আত্মতুষ্টি বহির্জগৎ

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। সুফীবাদে বিভিন্নসুফী তরীকা রয়েছে। সত্য/মিথ্যা
২। সুফী সাধনায় তাকওয়ার প্রয়োজন নেই। সত্য/মিথ্যা
৩। সুফীবাদে মুখ্যমূলনীতি নয়টির মত। সত্য/মিথ্যা
৪। সুফীবাদ অনুসারে বহির্জগৎসত্য। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সুফীবাদে আনুমানিক তরীকা রয়েছে

ক) একশত খ) দু'শত
গ)তিনশত ঘ)চারশত

২। বহির্জগৎসম্পর্কেমত দিতে গিয়ে সুফীরা বিভক্ত হয়েছে

ক) এক ভাগে খ) দু'ভাগে
গ)চারভাগে ঘ)তিনভাগে

৩। আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক

ক) প্রেমের খ) শুধু চাওয়া-পাওয়ার
গ) কর্তব্যের ঘ)কোনটিই নয়

৪। সুফীবাদে জ্ঞানের উৎস

ক) আক্বল খ)নক্বল
গ) কাশ্‌ফ ঘ) অভিজ্ঞতা

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। সুফীমূলনীতি অনুসারে বহির্জগৎ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তব্যাখ্যা দিন।
২। সুফীমূলনীতি অনুসারে জ্ঞানের উৎসেরসংক্ষিপ্তআলোচনা করুন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। সুফীমূলনীতির প্রয়োজন কী ?ব্যাখ্যাকরুন।
২। সুফীমূলনীতিসমূহের বিস্তারিত আলোচনাকরুন।

উত্তরমালা

অ. ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। মিথ্যা
আ. ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ

পাঠ - ৫

ফানা ও বাক্বা
(Fana and Baqa)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ফানা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাক্বা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

ভূমিকা

সুফী সাধক সুফী পথ পরিক্রমার সর্বশেষ ধাপ হাকীকত-এ উপনীত হন। এই ধাপে সাধক দু'টি স্তর অতিক্রম করেন। স্তর দু'টি হলো ফানা ও বাক্বা। ফানা স্তরে সাধক নিজের অস্তিত্ব ও সচেতনতা বিলুপ্ত করে আল্লাহকে উপলব্ধি করতে শুরু করেন ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে। অর্থাৎ সাধরের এই স্তরে নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই স্তরকে মোট চারটি উপস্তরে ভাগ করা যায় ঃ ফানাফিল ওজুদ, ফানা ফিশ্‌শায়েখ, ফানা ফিররাসূল এবং ফানাফিল্লাহ। এই উপস্তরগুলো অতিক্রমের মাধ্যমে ফানাফিল্লাহ সাধিত হয়। এই অবস্থাকে অনেকে নঞর্থক অর্থে গ্রহণ করতে চান। পরবর্তী এবং শেষ স্তরটি হলো বাক্বাবিল্লাহ। এই স্তরে সাধক আল্লাহর সত্তায় বা চেতনায় স্থায়িত্ব লাভ করেন। তখন তাঁর সব কাজে বা চেতনায় আল্লাহর ধারণাই কেবল বিরাজ করে। এটাই সুফী সাধরের পরম ও আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য।

১. ফানা

সুফী পথ পরিক্রমার সর্বশেষ স্তরহলোহাকীকত। এই স্তরেসুফী সাধরের সচেতনতা এবং পার্থিব সব আকর্ষণ মুক্ত হয়ে আল্লাহতে স্থায়িত্ব লাভ করে। অর্থাৎ এই স্তরেআল্লাহকে একমাত্র উপলব্ধি করা যায়। সাধরের সচেতনতা হারিয়ে আল্লাহর সত্তায় লীন হয়ে যাওয়াকে ফানা বলে। এটা অত্যন্ত কাংখিত একডটস্তর। মানুষের জ্ঞান অর্জনের যে সমস্ত উৎস আছে, তার মধ্যেএকমাত্র স্বজ্ঞা ছাড়া আর কোন উপায়ে আল্লাহকে জানা সম্ভব নয়। কারণআল্লাহকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায় না; যার জন্য অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁর জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। আবার বুদ্ধি দ্বারাও তাঁকে জানা সম্ভব নয়; কারণকোন আকারের মাধ্যমে আল্লাহকে জানা সম্ভব নয়। কেননা মানুষ তার সীমিত শক্তি দিয়ে সসীম সব কিছুকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। আল্লাহর জ্ঞানলাভ করতে হলে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অথবা স্বজ্ঞার মাধ্যমেই কেবলমাত্র সম্ভব। এই কাজের জন্য সুফী সাধকরা নিজেকে জানার ওপর বেশী জোর দেন। অর্থাৎ নিজের অন্তরকে সঠিকভাবে জানা গেলে আল্লাহকে জানা সম্ভব হবে। অন্তরকে আয়না জ্ঞান করলে তাতে আল্লাহর স্বর্গীয় গুণ প্রতিবিম্বিত হয়। সেজন্য আল্লাহর অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য সুফীসাধক আত্মাকে সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে আত্মার অন্তর্দৃষ্টিকে বিকশিত করেন। বিকশিত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সুফীঅনেক গৌণ প্রত্যাদেশ লাভ করেন বলে তাঁদের বিশ্বাস।

মানুষ তাঁর হৃদয় দিয়ে ধ্যানের মাধ্যমে পারমার্থিক অনেককিছুসম্পর্কে জানতে পারেন। এভাবে ব্যক্তির বা সুফীর জীবনে পূর্ণতা আসে। অধ্যাপক আমিনুল ইসলামের মতে, 'ব্যক্তির পূর্ণতা অর্জিত

হয় জ্ঞানালোকের মাত্রার অনুপাতে। সুতরাং পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টায় প্রত্যেকের উচিত হৃদয়ের অসংখ্য প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা। যে **সুফী**আল্লাহর জ্ঞান ও প্রেমের জন্য নিয়ত যত্নবান, **তিনি** তাঁর এবং **আল্লাহর** মধ্যকার পর্দা সরাবার জন্য যে **কোন** পরিমাণের দুঃখ-কষ্ট স্বীকার **করতে** প্রস্তুত। তন্ময়াবস্থায় **তিনি** তাঁর চারপাশের সব **কিছুতেই আল্লাহকে** প্রত্যক্ষ **করেন**। **আল্লাহকে তিনি** দেখেন অপরোক্ষভাবে, বিশেষ **কোন** বস্তুর মাধ্যমে নয়। **তিনি** বস্তুচেতনা ও ব্যক্তিচেতনা হারাতে চান শুধু সার্বিক চেতনা ও খোদার প্রেমে নিমগ্ন **হওয়ার** জন্য। তন্ময়তার মধ্য দিয়ে হৃদয় **আল্লাহরসঙ্গেযোগাযোগকরতে** ও সম্যক **পরিচিত** হতে পারে। তন্ময়তার **চূড়ান্তপর্যায়ে** এভাবে **আল্লাহ** ছাড়া সব **কিছুতে** বিস্মৃত হওয়া ও বিশেষত আত্মচেতনা হারিয়ে ফেলার অবস্থাকেই **বলা** হয় 'ফানাফিল্লাহ'।

অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত কামনা বাসনা দূর করে **আল্লাহর** সিফাতের **মধ্যে** মানবিক সিফাতকে বিলীন করে দিয়ে **নিজের** অস্তিত্ব ভুলে যাওয়াকে ফানা বলে। অনিবার্য এক নৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই ফানাফিল্লাহ সাধিত হয়।

এই **পর্যায়েসুফী**সাধক **নিজেকে** সর্বতোভাবে সমাহিত করে **আল্লাহর** ধ্যানে এবং প্রেমে। ফলে **একমাত্রআল্লাহর** সত্তায় নিমজ্জিত থাকাই **সুফী** সাধরের কাজ। ফানার মাধ্যমে **সুফী** সাধরের সমস্ত অশুভ গুণাবলী দূরী**ভূত** হয় এবং শুভ গুণের অব্যাহত রূপ পরিগ্রহ করে। এটা **সুফী** সাধনার নৈতিক দিক। তবে **অবশ্যই** এই অবস্থাকে নঞর্থক বা আত্মবিলোপ হিসেবে গ্রহণ করা **যাবে** না। অধ্যাপক আব্দুল হাই বলেন, "Fana does not mean loss of essence and destruction of personality, it means the destruction of human attributes which are dangers to the perfection of the being"।

ফানা লাভের ক্ষেত্রে **চারটি** ধাপ পার হতে হয় বলে **কোনো কোনো** লেখকের **অভিমত**। সেগুলো **হলো** ঃ (১) ফানা ফিল ওজুদ (২) ফানা ফিশ্শায়েখ (৩) ফানা ফির **রাসূলও** (৪) ফানা ফিল্লাহ।

১) **ফানা ফিল ওজুদ** ঃ দৈহিক ও জাগতিক সমস্ত আকর্ষণ এবং কর্ম বাদ দেওয়াই এই **স্তরের** প্রধান কাজ। নিজের অস্তিত্বকে ভুলতে শুরু করা এবং ঐশী গুণাবলী নিজের **মধ্যেধারণ** করাও এই **স্তরের** কাজ।

২) **ফানা ফিশ্শায়েখ** ঃ এই **স্তরেসুফী** তাঁর পীর বা ঐশী শিক্ষকের (Spiritual leader) **নিকট** বায়াত গ্রহণ করে তাঁর **ইচ্ছা** ও শিক্ষার প্রতি নিজেকে সমর্পণ **করেন**। ঐশী শিক্ষকের **সাথে** মহব্বত **সৃষ্টির** জন্য সাধক চেষ্টা **করেন** এবং সেজন্য তাঁর নির্দেশ পালন **করেন**।

৩) **ফানা ফির রাস ল** ঃ এই **স্তরে** সাধক **রাসূল** (সাঃ)-এর সমস্ত গুণাবলী নিজের **মধ্যে** আনয়নের চেষ্টা **করেন**। ধ্যানের মাধ্যমে **সুফী**সাধক আপন অস্তিত্বকে **রাসূল** (সাঃ)-এর নূর-ই-মুহাম্মদীতে বিলীন করে দিয়ে ফানা ফির **রাসূল** লাভ করে।

৪) **ফানা ফিল্লাহ** ঃ এই **স্তরে** সাধক নূর-ই-মুহাম্মদীর **স্তর** থেকে নূর-ই-তাজাল্লী**রস্তর** লাভ **করেন**। অর্থাৎ উপর্যুক্ত **আলোচিত** পরম পর্যায় **সুফী**সাধক লাভ **করেন**। এটাই **হলো** ধ্যানের উচ্চতম পর্যায়।

২. বাক্বা

ফানার যেখানে শেষ, বাক্বা'র সেখানে শুরু। পরম **সত্য** লাভের প্রাথমিক **স্তরহলো** 'ফানাফিল্লাহ', আর দ্বিতীয় বা স্থায়ী **স্তরহলো** 'বাক্বাবিল্লাহ'। এ **পর্যায়ে** সাধক **আল্লাহরসত্তায়** বা **আল্লাহর**চেতনায়

স্থায়িত্ব লাভ করেন। ফানার মাধ্যমে সাধকের নিজের চেতনাকে বিনাশ করে নিজের বলে কিছুই থাকে না। তখন সেখানে অর্থাৎ সাধরের মনে বা চেতনায় স্বয়ং আল্লাহ-ই বিরাজ করেন। জাগতিক কোনবিষয়তখনসুফীকে আকর্ষণ করতে পারে না। এ সময় বায়ুশূন্য পাত্রের মত সাধরের অবস্থা দাঁড়ায়। তখনআল্লাহর গুণাবলী সে শূন্যস্থান দখল করে। 'আল্লাহর ফিত্‌রাত' অর্থাৎ আল্লাহরপ্রকৃতি ও স্বভাব তখন সাধরের অস্তিত্বের অনুরূপ রূপ পরিগ্রহ করে। কোনকোন লেখক অবশ্য ফানাকে নঞর্থক বলে গণ্য করে বাক্বাকে সদর্থক বলে প্রতিপন্ন করতে চান। আবার অনেকে উভয় ধাপকেই সদর্থক বলতে চান। তবে শেষের মতটিই গ্রহণযোগ্য। কারণ বাক্বা লাভের জন্য সাধরের ফানাফিল্লাহ দরকারণ বাক্বার পর্যায়ে না এসে শুধুমাত্র ফানায় যদি পরিক্রমা শেষ হয় এবং সে ধরনের উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তখন সেটাকে নঞর্থক বলাযায়। কিন্তু আদতে এই অবস্থা তেমন নয়।

বাক্বা স্তরে তুমিত্ব বা আমিত্ব থাকে না। হযরত শাহ বু-আলী কলন্দর (রাঃ) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার তুমিত্ব জীবিত থাকবে, ততক্ষণ তুমি মাশুক (আল্লাগ)-কে পাবে না; যখন তোমার তুমিত্ব থাকবে না, তখনই তোমার আল্লাহপ্রাপ্তি ঘটবে'। অধ্যাপক হাই বলেন, "The final stage of Fana makes the beginning of Baqa, a continuous life in God. In Baqa the Sufi lives in the consciousness of God. Through Fana the Sufi extricates himself from all the evil qualities of his mind and imbibes Divine Qualities" ।

বাক্বাতে সুফী অবভাসিক (Phenomenaক) আত্মা থেকে বাস্তব আত্মায় প্রবেশ লাভ করে। এই পর্যায়েসুফী তার সমস্ত চেতনার মধ্যে শুধু আল্লাহকে দেখতে পায়। একডট মাত্র সত্তা তখন বহাল থাকে। এ সময়কোনকিছুই আল্লাহ ছাড়া নয়। তখন তার কথা আল্লাহর কথা এবং তার কাজ আল্লাহরকাজেরই বহিঃপ্রকাশ। আবু নসর আস-সারাজ বলেন, 'আসলে বাক্বার মধ্য দিয়ে মানুষের বহিরাবয়বের কোনপরিবর্তন হয় না বরং পার্থিব গুণাবলীর পরিবর্তে স্বর্গীয় গুণাবলীতে রূপ নেয়, যার মাধ্যমে সাধক নিজের ইচ্ছাশক্তি হারায় এবং স্বর্গীয় ইচ্ছাপ্রাপ্ত হয়। স্বর্গীয় আলোতে ব্যক্তির সমস্ত ইচ্ছা ও গুণাগুণ বিলুপ্ত হয়।'

বাক্বাবিল্লাহ সাধরের সর্বশেষ স্তর। এই স্তরেসুফীসাধক আল্লাহরধ্যানেচিরন্তন, শাশ্বত ও অসীম সত্তায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থানে এসে বিশিষ্ট সুফী মনসুর হাল্লাজ ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আনাল হক্ব', অর্থাৎ 'আমিইসত্য'। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ) বলেছিলেন 'মহিমা আমারই'। এছাড়া জালালউদ্দীন রুমী (রাঃ) বলেন, 'আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে, আমি দেহ এবং তুমি প্রাণ, এরপর যেন কেউ বলতে না পারে যে, আমি একজন আর তুমি আর একজন।'

সার-সংক্ষেপ

সুফী পথ পরিক্রমায় সর্বশেষ স্তরহলোহাকীকত। এই হাকীকতে দু'টি পৃথক অবস্থা বিদ্যমান- ফানাফিল্লাহ ও বাক্বাবিল্লাহ। যে স্তরেসুফী তার সচেতনতা এবং পার্থিব সব বিষয় হারিয়ে আল্লাহর সত্তায় লীন হয় তাকে ফানা বলে এবং এই অবস্থায়আল্লাহর সত্তায় স্থায়িত্ব লাভ করাই হলোবাক্বাবিল্লাহ। যে সুফী বস্তুচেতনা ও ব্যক্তিচেতনা হারাতে চায় তাকে গভীরভাবে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হতে হয়। এই স্তরকে চারটি ভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো ঃ ফানা ফিল ওজুদ, ফানা ফিশ্‌শায়েখ, ফানা ফির রাসূল ও ফানা ফিল্লাহ। বাক্বাবিল্লাহ সাধরের সর্বশেষ স্তর। এই

স্তরেসুফী সাধক **আল্লাহরধ্যানেচিরন্তন**, শাশ্বত ও অসীম সত্তায় **স্থায়ীভাবে** অবস্থান করে। এই অবস্থানে এসে বিশিষ্ট **সুফী** মনসুর হাল্লাজ ঘোষণা **করেছিলেন** যে, 'আনাল **হক্ব**', অর্থাৎ 'আমিই সত্য'।

অনুশীলনী ঃ ফানা ও বাক্বা **স্তরেসুফী** সাধরেরমধ্যে যে **পরিবর্তন** আসে তা নিজের ভাষায় লিখুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

ফানা বাক্বা অপরোক্ষ জ্ঞান ফানা ফির **রাসূল** পারমার্থিক জ্ঞান আমিত্ব
ফানাফিল্লাহ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ফানা ফিল ওজুদ বস্তু ও ব্যক্তিচেতনা তুমিত্ব
ফানা **ফিশ্** শায়েখ

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। 'ফানাফিল্লাহ' সুফী সাধনার সর্বশেষ স্তর। সত্য/মিথ্যা

২। 'ফানাফিল্লাহ'-এ আত্মবিলোপ ঘটে। সত্য/মিথ্যা

৩। 'ফানাফিল্লাহ'র মোট চারটি স্তর আছে। সত্য/মিথ্যা

৪। বাক্বা স্তরে তুমিত্ব বা আমিত্ব থাকে না। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। 'ফানা ফির রাসূল' ফানাফিল্লাহর স্তর

ক)প্রথম খ) দ্বিতীয়

গ)তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

২। 'ফানাফিল্লাহে' সাধরেরপরিবর্তন হয়

ক) নৈতিক খ) দৈহিক

গ)বলা কঠিন ঘ) নৈতিক ও দৈহিক উভয়ই

৩। 'বাক্বাবিল্লাহ' কোন্ সময় থেকে শুরু হয়

ক)ফানা'র পরে খ) ফানা'র আগে

গ)ফানা যেখানে শেষ হয় ঘ)কোনটিই নয়

৪। সর্বশেষ স্তর কোন্টি

ক)বাক্বাবিল্লাহ খ) ফানাফিল্লাহ

গ)বলা কঠিন ঘ) ক ও খ উভয়ই

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। ফানাফিল্লাহর মোট চারটি স্তরসংক্ষেপেব্যাখ্যাকরুন।

২। বাক্বাবিল্লাহতে সাধরের কী অবস্থা হয় ?

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফানাফিল্লাহ সবিস্তারে ব্যাখ্যাকরুন।

২। বাক্বাবিল্লাহ সবিস্তারে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অ. ১। মিথ্যা ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। সত্য

আ. ১। গ ২। ক ৩। গ ৪। ক

পাঠ - ৬

সুফীবাদের উৎস
(Sources of Sufism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুফীবাদ উৎপত্তির অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ বর্ণনা করতেপারবেন ।
- সুফীবাদ উৎপত্তির বাহ্যিক উৎসসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন ।

ভূমিকা

সুফীবাদের উৎসমূলতকোরআন ও হাদীস। তবে অনেক লেখক ও চিন্তাবিদসুফীবাদের উৎস হিসেবে বাহ্যিক বিভিন্নউৎসের কথা বলতে চান। সুফীবাদ কোরআন ও হাদীস থেকেই উৎসারিত। রাসূল (সাঃ)-কে সুফীবাদের গুরু বলা হয়। সেজন্য ইসলাম এবং সুফীবাদের ইতিহাস মোটামুটি একই রকম। কোরআনে এমন অনেকআয়াতরয়েছে যেগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, সুফীবাদের মূলসুর কোরআন থেকে এসেছে। ঠিক একইভাবে অনেকহাদীসও সুফীবাদের সমর্থন করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোনকোন লেখক সুফীবাদ ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে বলে মত পোষণ করেন। যেমন-বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব, খ্রিস্টানীয় ও নিও-প্লেটোনিক প্রভাব এবং পারসিক প্রভাব। এদিক থেকে সুফীবাদ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দু'টি উৎস থেকে উৎসারিত।

১. সুফীবাদ উৎপত্তির অভ্যন্তরীণ উৎস

মুসলিমদর্শনেরঅন্যান্য শাখার যেমন উৎসরয়েছে, তেমনি সুফীবাদেরও উৎসরয়েছে। সুফীবাদের প্রধান এবং অভ্যন্তরীণ উৎসহলোকোরআন এবং হাদীস। কোরআন এবং হাদীসে এমন কিছুউক্তি রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে, সুফীবাদ খোদ কোরআন এবং হাদীস হতে উৎসারিত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম আসার আগেও আরবদের মধ্যেসুফীদের ন্যায় সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার আশায় কিছু আচার-আচরণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেগুলো ইসলামসম্মতছিল না। যে কারণে সেগুলোকে সুফীবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কোরআনে এমন কিছুআয়াত আছে যা আধ্যাত্মিক এবং মরমী ভাবধারা সম্মত। সেজন্য সুফীবাদ ইসলামধর্মের বাতেনী দিকের বিকাশ ঘটায়। জ্ঞানের উৎসহিসেবে স্বজ্ঞা, আল্লাহর অদ্বিতীয় এবং অসীম রূপ, জগতের অস্থায়িত্ব, আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নৈকট্য অবস্থা এই ধরনেরআয়াতগুলো সুফীদের অনুপ্রাণিত করেছে।

অপরদিকে, সুফীবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নবী করিম (সাঃ) নিজেই ইসলামধর্মের প্রথম সুফী ছিলেন। কাজেইতিনিসুফীদের গুরু। সেজন্য একথা বলাযায় যে, সুফীবাদের ইতিহাস ইসলামধর্মেরইতিহাসের মতই পুরাতন। ইসলামে যেমন বিশ্বাস এবং আমলের দিক আছে, ঠিক তেমনি বাতেনি দিকও রয়েছে যার দ্বারা সুফীবাদ উৎপত্তি লাভ করেছে। রাসূল (সাঃ) থেকে সুফীবাদের বীজ তাঁর সাহাবাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, আর সাহাবা থেকে তাবেয়ীনদের মধ্যে; এভাবে সুফীবাদের শিক্ষা আজও বিদ্যমান। কোরআনেরবিভিন্ন আয়াতে সুফীবাদের সমর্থন পাওয়া যায় বলে দাবী করা হয়, তেমন কিছুআয়াত নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

'দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছুরয়েছে সে সবই তিনিজানেন।' (২ঃ২৫৫)

'তিনিতোমাদেরসাথে আছেন আমরা যেখানেই থাক।' (৫৭ঃ৪)

'আর আমার (আল্লাগ) বান্দারা যখন তোমার (রাসূল সাঃ) কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে- বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে।' (২ঃ১৮৬)

'নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহরপবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর; প্রজ্ঞাময়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনিজীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সব কিছুকরতে সক্ষম। তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।' (৫৭ঃ১-৩)

'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই ! অতএব, আমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।' (২ঃ১১৫)

'অতঃপর যখন তাকে (মানব) ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রুহ থেকে ফুঁক দেব, তখন আমরা (ফেরেশতা) তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।' (১৫ঃ২৯)

'সুতরাং আমরা আমাকে (আল্লাহকে) স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।' (২ঃ১৫২)

কোরআনের এ সমস্ত আয়াতের দ্বারা সুফীবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। কোরআনছাড়াওহাদীস দ্বারা সুফীবাদের পক্ষে সমর্থন মিলে। যেমন -

'যে ব্যক্তি তার নিজেকে জেনেছে সে ব্যক্তি তার আল্লাহকে জেনেছে।'

'যে ব্যক্তিরমধ্যে প্রেম নেই সে বিশ্বাসী নয়।'

কোরআন এবং হাদীসের এসব গূঢ়ার্থপূর্ণ শিক্ষা ইসলামে ভক্তিবাদী ভাবধারা বিকাশে সহায়তা করে। তাছাড়াইসলামের জয়যাত্রার অব্যবহিত পরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অপেক্ষাকৃত ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানদেরকে ভক্তিবাদে অনুপ্রাণিত করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আব্দুল হাই বলেন, "With the above teachings of the Quran and the Hadith and the then internal circumstances of the Muslim world, there is no difficulty in finding that speculative Sufism, too, was an indigenous growth in Islam"।

২. সুফীবাদ উৎপত্তির বাহ্যিক উৎস

সুফীবাদের উৎপত্তি যদিও কোরআনওহাদীস থেকে, তথাপি পশ্চিমা চিন্তাবিদরা মনে করেন যে, সুফীবাদ বাইরের অনেকচিন্তাধারার প্রভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে। ভনক্রেমার, ডোজী, হর্টেন, গোল্ডযিহার, ব্রাউন, নিকলসন প্রমুখ লেখক মনে করেন যে, বিদেশী চিন্তাধারার প্রভাব সুফীবাদে বেশী। তাঁদের দাবী অনুসারে সুফীবাদে মোট তিনটি বিদেশী চিন্তাধারার প্রভাব আছে। সেগুলো হলোঃ (ক) বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব (খ)খ্রিস্টানীয় ও নিও-প্লেটোনিক প্রভাব এবং (গ) পারসিক প্রভাব।

(ক) বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব

মর্টেন ও গোল্ডযিহার এই মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, ভারতীয় এবং বৌদ্ধ চিন্তাধারায় মরমীবাদের সংস্পর্শে এসে মুসলমানরাসুফীবাদের গোড়াপত্তন করেন। এই জগতের যা কিছুআমরা দেখি তা যে অলীক বলে সুফীরা মনে করেন সে শিক্ষা সুফীরা বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন থেকে পেয়েছেন।এমনকি কঠোর সংযমের শিক্ষা ভারতীয় যোগী ও ঋষিদের নিকট থেকে তাঁরাপেয়েছেন। প্রকৃতিগত দিক থেকে সুফীবাদ, বেদান্ত দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শনেরমধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান। কিন্তু কোন্‌টি

আগে এসেছে এবং কোন্‌টির প্রভাবে কোনটির উৎপত্তি ঘটেছে তা নির্ধারণ করতে হলে সাদৃশ্যের ভিত্তি নিয়ে কথা বলতে হয়।

বেদান্ত দর্শন মতে জগৎ মিথ্যা, অলীক। কিন্তু সুফীবাদ অনুসারে জগৎ মিথ্যা বা অলীক নয়, বরং জগৎ অবাস্তব কিন্তু তা সুন্দরের প্রকাশ। অন্যদিকে সুফীরা ভারতীয় ও বৌদ্ধ দর্শনের সংস্পর্শে আসার আগে থেকেই সংযমী এবং কঠোর তপস্যার অনুসারী। সুতরাং এই মতবাদগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব ব্যাপার। আবারসুফীবাদের 'ফানা-বাক্বা' এবং বৌদ্ধ দর্শনের 'নির্বাণ' একই অর্থ বা অবস্থা নির্দেশ করে সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু 'ফানা-বাক্বা' যে 'নঞর্থক' অবস্থা নির্দেশ করে বলে কথিত আছে সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আর 'ফানার' ব্যাপারে মতবিরোধ থাকলেও 'বাক্বা' অবস্থা সদর্থক এ বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই।

(খ)খ্রিস্টানীয়ও নিও-প্লেটোনিক প্রভাব

ভনক্রেমার ও নিকল্‌সন এই মতবাদের সমর্থক। তাঁদের মতে, সুফীবাদের উৎপত্তি ঘটে তখনই যখন মুসলমানরাখ্রিস্টান ও নিও-প্লেটোবাদী ধর্ম প্রচারকদের সংস্পর্শে আসেন। হিজরী প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে গ্রীক দর্শন প্রভাবিত কিছু ধর্মযাজক আরব ও সিরিয়ায় ধর্মমত প্রচারে আসেন এবং তখন তাঁদের প্রভাবে সুফীবাদ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে বলে নিকলসন মনে করেন। কিন্তু এ মতবাদসঠিক নয়। কারণসুফী'র সংজ্ঞা এবং অর্থের সঙ্গে এই মতবাদেরকোন মিল নেই। সুফীবাদের বীজ প্রথমে রোপিত হয়েছিলরাসূল (সাঃ), তাঁর সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের মধ্যে। তার কয়েকশত বৎসর পরে গ্রীক দর্শনেরসাথেমুসলমানদের পরিচয় ঘটে। সুতরাং সুফীবাদ ইসলামধর্মের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই উৎসারিত।

(গ)পারসিক প্রভাব

ব্রাউন এবং তাঁর অনুসারীরা এই মত পোষণ করেন। পারস্যে ইসলামের আবির্ভাবের আগে থেকেই মরমীবাদ প্রচলিত ছিল। তাছাড়াপরবর্তীতে খ্যাতনামা ও ইতিহাসশ্রেষ্ঠ অনেকসুফী জন্মগ্রহণ করেন পারস্যে। সেজন্য তাঁরা মনে করেন যে, পারসিক চিন্তাধারার প্রভাবে সুফীবাদ উৎপত্তি লাভ করেছে। কিন্তু এই মতবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আরবরা পারসিকদের সংস্পর্শে আসার অনেক পূর্বেই আরবদের মধ্যে এই সুফীচিন্তাধারার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আগেই উল্লিখিত হয়েছেইসলাম আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই সুফীবাদ উৎপত্তি লাভ করে। অর্থাৎ ইসলাম এবং সুফীবাদ যুগপৎভাবেই আবির্ভূত হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

মুসলিমদর্শনেরমরমী ভাবধারাতথা সুফীবাদের মূলউৎসহলোকোরআন ও হাদীস। কোরআনে এমন কিছুআয়াত আছে যা আধ্যাত্মিক এবং মরমীভাবধারাসম্মত। সেজন্য সুফীবাদ ইসলামধর্মের বাতেনী দিকের বিকাশ ঘটায়। রাসূল (সাঃ) থেকে সূফীবাদের বীজ তাঁর সাহাবাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল; আর সাহাবা থেকে তাবেয়ীনদের মধ্যেসুফীবাদের শিক্ষা আজও বিদ্যমান। কোরআন এবং হাদীসের গূঢ়ার্থপূর্ণ শিক্ষা ইসলামে ভক্তিবাদী ভাবধারা বিকাশে সহায়তা করে। তাছাড়াইসলামের জয়যাত্রার অব্যবহিত পরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অপেক্ষাকৃত ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানদেরকে ভক্তিবাদে অনুপ্রাণিত করে। যদিও সুফীবাদের মূলউৎসকোরআন ও হাদীস; তথাপি পশ্চিমা লেখকগণ মনে করেন যে সুফীবাদে বাইরের প্রভাব বিদ্যমান। সেই প্রভাবগুলো হলো: বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব, খ্রিস্টানীয় ও নিও-প্লেটোনিক প্রভাব এবং পারসিক প্রভাব।

অনুশীলনী ঃ নিজের ভাষায় সুফীবাদের প্রকৃতউৎসের বর্ণনা দিন।

এই পাঠের **মূল** শব্দসমূহ

সাহাবা তাবেয়ীন বিকাশ ভক্তিবাদী বেদান্ত বৌদ্ধ **দর্শনখ্রিস্টান**
পারসিক গ্রীক **দর্শন** ধর্মযাজক সিরিয়া নিও-প্লেটোনিক

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। সুফীবাদের অভ্যন্তরীণ **উৎসহলো** বেদান্ত **দর্শন**। **সত্য/মিথ্যা**
২। মরমীবাদসম্মতকোনআয়াতকোরআনে নেই। **সত্য/মিথ্যা**
৩। সুফীবাদে বৈদেশিক প্রভাব আছে বলে পাশ্চাত্য লেখকরা মনে করেন। **সত্য/মিথ্যা**
৪। সুফীবাদে গ্রীক **দর্শনের** প্রভাব ছিল। **সত্য/মিথ্যা**

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সুফীবাদের অভ্যন্তরীণ **উৎস**

ক)একডট খ)**দু'টি**
গ)তিনটি ঘ)চারটি

২। সুফীবাদে ভারতীয় **কোন্** মতের প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়

ক) বেদান্ত **দর্শন** খ) বৌদ্ধ **দর্শন**
গ) উভয়ই ঘ)**কোনটিই** নয়

৩। **খ্রিস্টানীয়** ও নিও-প্লেটোনিক প্রভাব **সুফী**বাদে আছে বলে কারা **মনে করেন**

ক)ভনক্রেমার ও নিকলসন খ) ডোজী ও গোল্ডযিহার
গ)হর্টেন ও ব্রাউন ঘ) ডোজী ও ব্রাউন

৪। সুফীবাদে পারসিক প্রভাব আছে বলে **মনে করেন**

ক) ডোজী খ) ব্রাউন
গ)হর্টেন ঘ) নিকলসন

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। সুফীবাদের **উৎস**সমূহ কী কী ?
২। সুফীবাদে বেদান্ত ও বৌদ্ধ **দর্শনের** প্রভাব **ব্যাখ্যাকরুন**।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। সুফীবাদের অভ্যন্তরীণ **উৎস**সমূহ **ব্যাখ্যাকরুন**।
২। সুফীবাদের বাহ্যিক **উৎস**সমূহ **সবিস্তারে আলোচনাকরুন**।

উত্তরমালা

অ. ১। **মিথ্যা** ২। **মিথ্যা** ৩। **সত্য** ৪। **মিথ্যা**
আ. ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। খ

পাঠ - ৭

সুফী বাদও মরমীবাদ
(Sufism and Mysticism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে **আপনি**

- সুফীবাদ ও মরমীবাদের **প্রকৃতিসম্পর্কে** বলতে **পারবেন**।
- সুফীবাদ ও মরমীবাদের **মধ্যেপার্থক্যকরতেপারবেন**।।

ভূমিকা

সুফীবাদ ও মরমীবা**দকেঅভিন্ন** বলে অনেকে **মনে করেন**। কিন্তু তা ঠিক নয়। **সুফী**বাদ **হলোইসলামী** মরমীবাদ যেখানে সা**ধরে**র অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু **অনেক** মরমী **মত**বাদ **রয়েছে** যেখানে সাধরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ **সুফী**বাদ এবং মরমীবাদের **মধ্যে** বিস্তর**পার্থক্য**রয়েছে।

১. সুফীবাদ ও মরমীবাদ

সুফীবাদকে **ইসলামী** মরমীবাদ **বলাযায়**। **ইসলামেরইতিহাসেউদ্ভূতবিভিন্ন** চিন্তাধারারমধ্যেসুফীবাদ অন্যতম ভক্তিবাদী **মতবাদ**। **ইসলামের** বাইরে **সুফী**বাদের ব্যাপ্তি নেই। **ইসলাম** ধর্ম মেনে চলার দুটি দিক **রয়েছে** ঃ যাহিরী এবং বা**তিনী**। এই দু'টি দিকেরই প্রভাব এবং ব্যাপ্তি **মুসলমান**দের **মধ্যে** আছে। **সুফী**বাদ **ইসলামের** বা**তিনী** বা অভ্যন্তরীণ দিকেরই নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে **বিভিন্ন** দেশে ভিন্ন ধর্মে ভিন্ন উপায়ে মরমীবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যুগে যুগে একদল লোকের জন্ম **হয়েছে** যারা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নিয়ে জন্মলাভ **করেছে** এবং বাস্তবিকই তা লালন **করার** চেষ্টা **করেছে**। **জগতের** প্রত্যেক ধর্মে ও জাতিতে মরমী সম্প্রদায়ের **দর্শনকোন** না **কোন**ভাবে বিকশিত **হয়েছে**। **এক্ষেত্রে** মরমীবাদের **মূল**সুর একই বলে মনে হয়। **তবেসুফী**বাদের **সঙ্গেঅন্যান্য** মরমীবাদের **অনেক** মৌলিক বিষয়ে **পার্থক্য** আছে।

২. **সুফী**বাদ ও মরমীবাদের **মধ্যে পার্থক্য**

বিভিন্ন মরমী সম্প্রদায়ের **মধ্যে** হিন্দু **ধর্মের** বৈষ্ণব ও বেদান্তবাদী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়, পারসিক জরাথুস্ত্র **ও** খৃষ্টান মরমী সম্প্রদায়, নিও-প্লেটোবাদী **চিন্তাবিদ**, বাউল ও কট্টরপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায় অন্যতম। **এখানে** এই সমস্ত মরমী সম্প্রদায়ের **সাথেসুফী**বাদের মৌলিক বিষয়ে যে **পার্থক্যরয়েছে** তা নিম্নে প্রদত্ত **হলো** ঃ

প্রথমত সুফীবাদের অন্যতম শর্ত **হলো** দৈহিক **পবিত্রতা**। দৈহিক **পবিত্রতা** ছাড়া আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়। সুফী **মূলনীতি**র অন্যতম **নীতিহলোপবিত্রতা**। **তাছাড়াইসলামী বিধান** মতে পূর্ণাঙ্গ **ইসলামী** জীবনের **ওপর সুফী**বাদ **প্রতিষ্ঠিত**, কিন্তু **অন্যান্য** মরমী সম্প্রদায় দৈহিক শুদ্ধি বা **পবিত্রতা**র দিককে অস্বীকার করে। এর পরিবর্তে অধিকাংশ মরমী সম্প্রদায়ের লোকেরা আত্মনিগ্রহ বা আত্মবিনাশনকে মুক্তির **একমাত্র** উপায় বলে **মনে করেন**। **ইসলামের** শিক্ষানুসারে **সুফী**বাদ পার্থিব ও অপার্থিব **এবং** দৈহিক ও **আধ্যাত্মিক** দিককে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। বরং পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উভয় দিকের ওপর **গুরুত্ব** দেওয়া **দরকার** বলে মনে করে।

দ্বিতীয়তসুফীরা সামাজিক ও পারিবারিকভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সাধনা থেকে পৃথক করেন না। জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা সাধনার কাজ করেন। সুফী সাধনার অন্যতম চার তরীকার বড় পীর সাহেবগণ যেমন - হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাঃ), হযরত শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী (রাঃ), হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ (রাঃ) ও হযরত শায়েখ আহমদ সরহিন্দ (রাঃ) একাধারে সংসারী ছিলেন; আবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। অর্থাৎ 'ইনসানে কামিল' বা মনুষ্যত্যের পূর্ণতা লাভ করাই সুফী মতবাদের লক্ষ্য। সেজন্য সুফীবাদ মানেই সামগ্রিক ইসলামকেই বুঝায়। পক্ষান্তরে, অনেক মরমী সাধকগণ জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমারেখা টেনে এগুলোকে অস্বীকার করেন এবং তাঁরাজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ন্যাস জীবনের পক্ষপাতী।সাথেসাথেতাঁরা ধ্যানে এমনভাবে নিমগ্ন হন যে, জাগতিক কোন বিষয়ের সঙ্গেতাঁদের কোনযোগাযোগথাকে না।

তৃতীয়ত মরমী সম্প্রদায় অনুসারে জগতের সমস্ত মায়া কাটিয়ে পরম সত্তায় লীন হতে পারলেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটবে। কিন্তু সুফীবাদেআল্লাহ ও জগতেরমধ্যেপার্থক্য মেনে নেওয়া হয়। আল্লাহ ছাড়া এই জগতেরকোন ভিত্তি বা অস্তিত্ব নেই। শূন্যতা থেকে জগৎ সৃষ্ট। কিন্তু বৌদ্ধদের শূন্যতা থেকে তা ভিন্ন। সুফীবাদ অনুসারে এই শূন্যতা নিত্য কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারে তা অনিত্য। সেজন্য সুফীরা ফানাফিল্লাহতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না, যার জন্য বাক্বাবিল্লাহতে স্থায়ীরূপে অবস্থান করতে চান। এ সময় সুফীর মারফতে যা কিছু ঘটে সবই আল্লাহরইচ্ছায় হয়। শুধুমাত্র সুফীএখানে উপলক্ষমাত্র থাকেন। আল্লাহর কাজ সুফীর কাজ হিসেবেই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু অন্যান্য মরমীবাদে সাধক মহাপ্রভুতে অবলুপ্ত হন, কিন্তু কোনপ্রভুরূপ লাভ করেন না। অর্থাৎ অন্যান্য মরমীবাদে আত্মবিলুপ্তিই সর্বশেষ স্তর।

চতুর্থতসুফীবাদ অনুসারে আল্লাহ এবং মানুষেরমধ্যে তৃতীয় কোনকিছু নেই। কিন্তু অন্যান্য মরমীবাদে প্রভু ও মানুষের মাঝে পুরোহিতরা অবস্থান করেন। সুফীবাদে আধ্যাত্মিক শিক্ষক আছে বটে, তবে সেটা শুধু শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'আর আমার (আল্লাগ) বান্দারা যখন তোমার (রাসূল সাঃ) কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন।' (২ঃ ১৮৬)

পঞ্চমতঅন্যান্য মরমীবাদে ধর্মীয় আচার এবং অভ্যন্তরীণ দিকের মধ্যেপার্থক্য করে সাধক শুধু অভ্যন্তরীণ দিকের চর্চা করেন। কিন্তু ধর্মীয় বিধানের দিকে তাঁরাকোন খেয়াল রাখেন না বা কোনকোন সময় অবজ্ঞা প্রদর্শনকরেন। এই ধর্মীয় দিককে তাঁরা নিম্ন স্তরের সাধনা বলে সাধারণমানুষের জন্য ছেড়ে দেন। কিন্তু সুফীবাদ এই নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। একজনসুফীসাধক সাধনার বলে যত উচ্চ স্তরে যান না কেন, ধর্মীয় বিধান তাঁকে অতি সুচারুরূপে পালন করতে হয়।

সার-সংক্ষেপ

সুফীবাদ হলোইসলামেরদৃষ্টিতে এক মরমী মতবাদ। তবে সুফীবাদ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মরমীবাদের মধ্যেপার্থক্যআছে। সুফীবাদের দৈহিক পবিত্রতা আবশ্যক কিন্তুঅন্যান্য ধর্মে সেটা প্রয়োজনীয় নয়। সুফীবাদে সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বকে স্বীকার করা হয়, কিন্তু অন্যান্য মরমীবাদে স্বীকার করা হয় না। সুফীবাদে আল্লাহ ও জগতেরমধ্যেপার্থক্য স্বীকার করা হয়, কিন্তু অন্যান্য ধর্মে প্রভুর সঙ্গে সে পার্থক্য করা হয় না।

অনুশীলনী ঃসুফীবাদের সঙ্গেঅন্যান্য মরমীবাদের সম্পর্ক বিষয়ে আপনারঅভিমত ব্যক্ত করুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

মরমী বৈষ্ণব বৌদ্ধ ভিক্ষু তান্ত্রিক সম্প্রদায় জরাথুস্ত্র কট্টরপন্থী আত্মনিগ্রহ ইনসানে কামিল

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। হিন্দু ধর্মে মরমীবাদ সংক্রান্তকোন সম্প্রদায় নেই। **সত্য/মিথ্যা**

২। সুফীবাদের সঙ্গেঅন্যান্য মরমী সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। **সত্য/মিথ্যা**

৩। সুফীবাদে দৈহিক পবিত্রতারদরকার নেই। **সত্য/মিথ্যা**

৪। মরমী সম্প্রদায়ে মহাপ্রভুতে সাধক অবলুপ্ত হন। **সত্য/মিথ্যা**

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইসলাম ধর্ম মেনে চলার দিক আছে

ক)একডট খ) দুটি

গ)তিনটি ঘ)চারটি

২। সুফীবাদের প্রধান শর্ত হলো

ক)ধ্যান খ) শিক্ষা

গ)ইবাদত ঘ) দৈহিক পবিত্রতা

৩। সুফীরা সামাজিক দায়িত্ব

ক)পালনকরেন খ)উদাসীন থাকেন

গ)ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ঘ) দায়িত্ব পালন করেন না

৪। সুফীবাদে সুফীর অস্তিত্ব পরম সত্তায় লীন হয় কি

ক)হ্যাঁ খ) না

গ)বলাযায় না ঘ)ব্যাখ্যাকরারবিষয়

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। মরমীবাদের প্রকৃতিসংক্ষেপেআলোচনাকরুন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। সুফীবাদ ও মরমীবাদের মধ্যেপার্থক্যসবিস্তারে ব্যাখ্যাকরুন।

উত্তরমালা

অ. ১। মিথ্যা ২। সত্য ৩। মিথ্যা ৪। সত্য

আ ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ